সতী-লীলা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত
(বাঙ্গালা ও ইংরাজী প্রয়াগ-তীর্থ নাটক প্রণেতা)

১২নং সেন পাড়া লেন, বালী, জেলা হাওড়া
হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩নং মহেন্দ্র বসু লেনস্থ
কলিকাতা অরফ্যান প্রেসে
জে, কে, বসু দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ

——(*)——

বিদ্যোৎসাহী প্রতিভাশালী পরম কারুণিক

বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশের ডাক বিভাগের উচ্চতম

রাজকর্ম্মচারী—পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল্

এবং

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের ডেপুটী ডায়রেক্টর-জেনারেল্

অব্ পোষ্ট অফিস,

রায়বাহাদুর পি, এন্, মুখার্জ্জি এম্-এ, সি-বি-ই,

মহোদয়ের কর-কমলে

ভক্তি-পুষ্পোপহার স্বরূপ সাদরে

ও

সসম্মানে অর্পিত হইল।

বিনীত গ্রন্থকার

জনৈক ভূতপূর্ব্ব অবসর প্রাপ্ত অধীনস্থ কর্ম্মচারী

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য

নিবেদন—

যে অনন্ত শক্তি শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থ মতে অসুর-দলনী, যে শক্তি ঐতিহাসিকগণের মতে ভারতে আদিম অনার্য্য জাতিগণের উপর প্রাচীন আর্য্য-হিন্দুগণের আধিপত্য স্থাপিনী সর্ব্বপ্রধান উপাস্যদেবতা যাঁর আরাধনা করিয়া শক্তিলাভ করতঃ শ্রীরাম ত্রিভুবন-জয়ী রাক্ষসরাজ দশাননকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই শক্তিই তন্ত্রশাস্ত্র মতে ও কোন কোন পুরাণশাস্ত্র প্রণেতা ঋষি-গণের মতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মানস-পুত্র দক্ষ-প্রজাপতির কন্যা সতী (সাকারাশক্তি) এবং হিমালয় পরপারস্থ কৈলাস পর্ব্বতবাসী মহাযোগী শিবের বনিতা। হরিদ্বারের নিকট কনখল নামক স্থানে কোন প্রাচীন হিন্দু রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত সুপ্রাচীন যুগের দক্ষ-যজ্ঞে সতীর তনু-ত্যাগের স্মৃতি-মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ব্রহ্ম

পুরাণে, বায়ুপুরাণে, লিঙ্গপুরাণে, স্কন্দপুরাণে, শ্রীমদ্ভা-ভাগবতে, মহাভাগবত পুরাণে, কালিকাপুরাণে ও নানা তন্ত্রশাস্ত্রে দক্ষ-যজ্ঞের উল্লেখ আছে। কিন্তু সমগ্র বিবরণ কোন একখানি গ্রন্থে নাই এবং কোন গ্রন্থেই কনখলের নামোল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রত্যুত, অনেক স্থলে মতানৈক্য দৃষ্ট হয় এবং অত্যদ্ভুত ব্যাপারগুলি এরূপভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে যে তাহা হইতে এই সুপ্রাচীন লোকপ্রসিদ্ধ আখ্যায়িকার কুল কিনারা করা অতীব দুরূহ কার্য্য। কনখলেই যে দক্ষ-যজ্ঞ হইয়াছিল তাহার লিখিত প্রমাণ নাই। ঐস্থানে স্মৃতিচিহ্ন থাকায় ঐ স্থানটী অবলম্বন করিয়া পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক সম্মিলিত চিত্রে ঐ আখ্যানটী কাব্যাকারে লিখিতে প্রয়াস পাইয়াছি। ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। পাঠক পঠিকাগণ আনন্দ লাভ করিলে শ্রম-সাফল্য জ্ঞানে কৃতকৃতার্থ হইব।

১২নং সেনপাড়া লেন
বালি—১০ই আষাঢ় সন ১৩৪৫ সাল।

বিনীত
গ্রন্থকার।

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা

শক্ত্যুৎপত্তি,
সারদাতিলকে ১ম পটল।

যা অনাদিরূপা চৈতন্যাধ্যাসেন মহা প্রলয়ে সূক্ষ্মতরা স্থিতা তস্যা গুণ বৈষম্যাত্তু সগুণ তয়া সাত্ত্বিক-রাজস-তামস স্রষ্টব্য প্রপঞ্চসাধনে তদ্ গুণাবস্থানে বোপচারাদ্ব্যুৎপত্তিরিতি সাংখ্যমতম্।

অনাদি রূপা চৈতন্যের অধ্যাসে চৈতন্যরূপিণী হইয়া মহাপ্রলয়কালে অতি সূক্ষ্মরূপে যিনি অবস্থিতা ছিলেন, তাঁহারই গুণ-বৈষম্য হেতু সত্ত্ব, রজঃ, তম গুণাত্মক এই বিশ্ব প্রপঞ্চ সাধনে তিনিই গুণময়ী হয়েন—ইহাই সাংখ্যমত।

সৃষ্টি-প্রকরণম্

তস্যা শক্তেস্তু নাদ-বিন্দু-সৃষ্ট্যুপযোগাবস্থারূপো। তদুক্তং প্রয়োগ-সাগরে নাদাত্মনা প্রবুদ্ধা সা নিরাময়পাদোন্মুখী। শিবোন্মুখী যদা শক্তি পুংরূপা সা তদা স্মৃতা ইতি শক্ত্যবস্থাভেদঃ।

সেই শক্তিই নাদ-বিন্দু সৃষ্টির উপযুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ তিনিই নাদ-বিন্দুরূপে আবির্ভূতা হয়েন।

প্রয়োগ-সাগর গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—তিনি নাদরূপে প্রবুদ্ধা হইয়া মঙ্গলোন্মুখী হয়েন। যখন সেই শক্তি শিবোন্মুখী তখন তিনি পুরুষরূপ ধারিণী হইয়া থাকেন। ইহাই শক্তির অবস্থা ভেদ।

ততো ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবোৎপত্তি-

. নির্ব্বাণ তন্ত্র প্রথম পটলেতু ঃ—

মায়াবল্কলমুৎসৃজ্যদ্বিধা ভিন্না জগন্ময়ী। পুরুষ-প্রকৃতি বিভাগেন জায়তে সৃষ্টি কল্পনা। প্রথমে জায়তে পুত্র ব্রহ্মা সংজ্ঞো ইতি খ্যাতঃ। শক্তিরুবাচ—শৃণু পুত্র মহাবীর বিবাহং কুরু যত্নতঃ। এতৎ শ্রুত্বা ততো ব্রহ্মা উবাচ সাদরংবচঃ। ত্বম্ বিনা জননী নাস্তি শক্তিং দেহিমে সুন্দরি! তৎশ্রুত্বা জগতাম্ মাতা স্বদেহান্মোহিনীং দদৌ। দ্বিতীয়া সা মহাবিদ্যা সাবিত্রী পরমা কলা। অস্যাঃ সঙ্গং সমাসাদ্য বেদ বিস্তারণং কুরু। অনায়াসে সৃষ্টি-কর্ত্তা ভব ত্বম্ মহীমণ্ডলে। দ্বিতীয়ো জায়তে পুত্রো বিষ্ণু সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ। শক্তিরুবাচ—শৃণু বৎস মহাবীর বিবাহং কুরু যত্নতঃ। বিষ্ণুরুবাচ—তব দর্শন মাত্রেণ নিষ্কামী জায়তে পুমান্। কথম্ করোমি হে মাতর্মোহিনীং দেহিমে। দেহাচ্ছক্তিং বিনিষ্কৃষ্য দদৌ তস্মৈচ তৎক্ষণাৎ। বৈষ্ণবীং তাম্ মহাবিদ্যাম্ শ্রীবিদ্যাং পরমেশ্বরি। তামাশ্রিত্য

পালয়ত্যখিলং জগৎ। তৃতীয়ো জায়তে পুত্রো মহাযোগী সদাশিবঃ। শক্তিরুবাচ—শৃণু বৎস মহাযোগীন্ মদ্বাক্যং হৃদয়ং কুরু। ত্বম্ বিনা পুরুষঃ কোবা মাং বিনা কাপি মোহিনী। অতস্ত্বম্ পরমানন্দো বিবাহং কুরু মে। সদাশিব উবাচ—অস্মিন্ দেহে সংস্থিতে ন করোমি বিবাহং। কুরুদেহান্তরং মাতঃ করুণা যদি বর্ত্ততে। শক্তিরুবাচ—'তপস্য' 'তপস্য' 'তপস্য'। *

শ্রীশ্রীচণ্ডী—দেবীমাহাত্ম্যে মধুকৈটভ-বধঃ (৮০ শ্লোকাংশ)

"বিষ্ণুশরীর গ্রহণমহমীশান এব চ"

ব্রহ্মা বলিতেছেন—বিষ্ণু, শিব ও আমি তোমা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছি।

কালিকা পুরাণ—পঞ্চম অধ্যায়

ব্রহ্মোবাচ—ভবাংস্তু দক্ষতামেব যজতাং বিশ্বরূপিণীং।
যথা তব সুতাভুত্বা হর-জায়া ভবিষ্যতি ॥

ব্রহ্মা দক্ষকে বলিলেন বিশ্বরূপিণী মহামায়াকে স্তব কর, তিনি তোমার কন্যা হইয়া শিবের ভার্য্যা হইবেন।

---

*তাৎপর্য্য—শক্তি পুরুষ-প্রকৃতি বিভাগে সৃষ্টি কল্পনা করিয়া শিবকে বিবাহ করিতে বলেন, শিব বলিলেন অন্য দেহ গ্রহণ করিলে তাঁহাকে বিবাহ করিবেন। শক্তি উত্তর করিলেন—তপস্যা কর, তপস্যা কর, তপস্যা কর।

উদ্বোধন।

শুনেছি, ত্রিদিব দেবি, নানা লীলা তব,
বর্ণিতে কোনটী নাহি যোগ্য ভাষা-জ্ঞান,
কাব্য-শাস্ত্র* আলোচনা ঘটে নাই ভালে,
তিরশ্চীন পরিহাসে তথাপি প্রয়াসী
রসাভাস কাব্য-যুগে লিখি খণ্ড-কাব্য,
শুক-সারী-তানকালে যথা ঝিল্লিস্বন্।
পাশ্চাত্য শিক্ষার বলে দেশ সমুন্নত,
বালক, বনিতা পূর্ব্বে জানিত যে গাথা,
দেশ হ'তে ক্রমে লুপ্ত কালের প্রভাবে,
অভাজন হৃদে তাই জাগিছে বাসনা,
জাগা'তে প্রাচীন গাথা পুরাণ-আখ্যাত,
রূপকথা অপরূপ, যথা শ্রুত কাণে।
মাগিগো, শুভদে, এবে ভিক্ষা তব কাছে,
দাসানুদাসের প্রতি বিতর করুণা,
জাগাতে পারি, মা, যেন সুপ্ত উপাখ্যান,
নিদাঘ নিশীথ কালে ঝিঞ্জিরব মত,
প্রলাপ আলাপে গাহি শুনা'য়ে তোমায়
যথা জ্ঞান লীলা-কথা কীর্ত্তি-মরতের।

---

* বালি রিভার্স টমসন স্কুলের প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয় ছন্দের ত্রুটি সংশোধনে সাহায্য করিয়াছেন. তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। গ্রন্থকার।

সতী-লীলা।

—(*)—

অবতারণা।

প্রচারিতে কোন্ লীলা, বিশ্ব-প্রসবিনি*,
মরতের পূণ্যভূমি ভারত মাঝারে,
পশিলে স্বেচ্ছায় বল মনুজা উদরে,
দক্ষ † হ'ল পিতা তব, প্রসূতি জননী?
উদ্দেশ্য মহান্ কিবা সাধন উদ্দেশে
মহাযোগী মহেশ্বরে পতিত্বে বরিলে?
ত্যজিলে দক্ষজা তনু পরে যোগ-বলে,
কটুভাষে পিতা যবে নিন্দিল প্রাণেশে?

---

*শ্রীশ্রীচণ্ডী-দেবী মাহাত্ম্যে দেব-স্তুতি। ষষ্ঠ শ্লোকাংশ—
"ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা, বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি! ভেদাঃ, স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু॥"
হে দেবি! তুমি বৈষ্ণবী শক্তি, অনন্ত বীর্য্যবতী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বীজভূতা পরমা-প্রকৃতি। তুমি নিখিল বিদ্যারূপিনী, জগতের পৃথক পৃথক বিদ্যা তোমার অংশভূতা, আবার মাতা প্রভৃতি নারী মাত্রেই তোমার অংশ স্বরূপা, তুমিই একাকিনী জগৎ ব্যপিয়া আছ।

† নারদ পঞ্চরাত্রে—"দক্ষগেহে যোৎপন্না সতী নাম্নেতি কীর্ত্তিতা।
কৈবল্যদায়িনী যস্মাত্তস্মাদেকজটাস্মৃতা॥"
যিনি দক্ষ গৃহে উৎপন্ন হইয়াছিলেন যাঁহার নাম
সতী, তিনি এক-জটা অর্থাৎ কৈবল্যদায়িনী কালিকা॥

[২]

স্বায়ম্ভুব মনু যাঁর ভার্য্যা শতরূপা
লভেছিল কন্যা *এক সর্ব্বগুণ-যুতা,
নামেতে *প্রসূতি, রূপে মাতৃ অনুরূপা,
বিবাহ বয়স হেরি' চিন্তে পিতা-মাতা।
পাত্র অন্বেষণে মনু ভ্রমে দেশে দেশে,
নাহি মিলে বর, নাম প্রসূতি রাখায়,
ব্রহ্মার যুক্তিতে শেষে ফিরিয়া স্বদেশে
প্রজাপতি দক্ষ-করে অর্পে তনয়ায়।

[৩]

আবির্ভূত ভবে দক্ষ ইচ্ছায় ধাতার,
ব্রহ্মার মানস পুত্র বলি' লোকে ঘোষে,
প্রজাবৃদ্ধি হেতু নাম প্রজাপতি তার,
জায়া সহ যাপে কাল পরম হরষে।
জনমিল ক্রমে বহু রমণীয়া সুতা,
যোগ্যকালে হ'ল ঊঢ়া দেব-মুনি-কুলে,
শেষ কন্যা সতী নামে তুমি আবির্ভূতা,
শিবের ঘরণী হ'লে বিধাতৃ-কৌশলে।

---

* শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধ শ্লোক ১।১১

মনোস্তু শতরূপায়াং ত্রিশ্চকন্যাশ্চ জজ্ঞিরে।, আকুতি, দেবহুতিশ্চ প্রসূতি রিতি বিশ্রুতা॥

শতরূপার তিন কন্যা আকুতি, দেবহুতি, প্রসূতি। ভগবান মনু ব্রহ্মার পুত্র দক্ষকে প্রসূতি নাম্নী কন্যা প্রদান করিলেন। অন্য দুই কন্যার সহিত এই কাব্যের বিশেষ ":স্রব নাই বলিয়া এক কন্যা উল্লেখ করা হইল।

"দক্ষায় ব্রহ্মাপুত্রায় প্রসূতিং ভগবান মনুঃ।
প্রযচ্ছদ্ যৎকৃত সর্গ স্ত্রিলোক্যাং বিততোমহান্।"

তোমা হ'তে বিশ্বসুতি—
ওগো দক্ষসুতে, !

পরিণয় কাল তব হইলে আগত,
দেবর্ষির সাথে ব্রহ্মা দক্ষপুরে আসে,
'স্বয়ম্বরা হবে তুমি' দিয়া অভিমত
নারদে রাখিয়া ব্রহ্মা চলিল কৈলাসে।
জগতের রূপরাশি একত্র মিলনে
বিধাতা গড়েছে তোমা, তাহে ত্রিনয়না,
*নির্ব্বাচিবে নিজ পতি মাত্র দরশনে,
ভাবে দক্ষ সমযোগ্য হ'বে কোন্ জনা।

বিশ্বসূতি—বিশ্বের উৎপত্তি।   *ব্রহ্ম পুরাণ৩৬ অধ্যায় শ্লোকাংশ ৩।
"স্বয়ম্বরং ততো দেব্যাঃ সর্ব্বলোকেষ্বঘোষয়ৎ"

(২)

শিব কাছে আসি' ব্রহ্মা আদি কথা ভনে,
"প্রলয়-পয়োধি-জলে তুমি, আমি, বিষ্ণু
তপস্যা-নিরত যবে ছিনু তিন জনে,
মৃত নারী-দেহ এক ভাসিতে দেখিনু।
উদ্দাম ঊর্ম্মির সনে উঠিছে নামিছে ;
ঘূর্ণিত আবর্ত্তে পড়ি কভু নিমজ্জিত,
ভাসিতে ভাসিতে পুনঃ ক্রমে আসি কাছে,
দুর্ব্বিষহ পূতিগন্ধে করিল বিব্রত।"

(৩)

"বিষ্ণু, আমি দুইজনে চিত্তের বিকারে
ঢাকিলাম নাসাছিদ্রে শবের দুর্গন্ধে,
প্রকৃত যোগীন্দ্র তুমি, তাই নির্ব্বিকারে
তুলিয়া লইলে শবে দুই মণিবন্ধে। *
সেই কায়া,যোগমায়া, এবে নপ্ত্রী মোর,
নাম সতী, হরপ্রিয়া, হবে স্বয়ম্বরা,
বাঁধিতে প্রণয়-ডোরে সাজ শিব বর,
নিবেদিনু নিজে আসি বার্ত্তা পূর্ব্বাপরা।"

---

* মণিবন্ধ—হাতের কবজি। নপ্ত্রী—পৌত্রী।

(৪)

নিরুত্তর শিব শুনি' ব্রহ্মার বচন,
স্মরিল মায়ার বাক্য 'শুনহে বৈরাগি,
কালে শব হ'য়ে শিবা করিবে ভজন,
পুনঃ সৃষ্টি হ'লে তোমা করিতে নিয়োগী।'
সেই শব এবে সতী বুঝিব কেমনে,
যোগাদ্যা মানবী হ'বে স্বপনে না আসে,
ত্যাগী আমি, ল'ব নারী কোন্ প্রয়োজনে?
গৃহাসক্তি হৃদে কিন্তু পরতঃ প্রবেশে।

(৫)

কহিল ব্রহ্মারে তবে কৈলাসের নাথ,
'সম্বন্ধে সোদর, হ'ব নাতিনীর বর,
পিতামহ আজ হ'তে, করি প্রণিপাত,
এসো তবে, বিধি, রেখো সাজায়ে বাসর।
সতী দরশনে শিব হ'য়ে অভিলাষী,
লইয়া বেতাল-তাল, নন্দী প্রিয়তম,
আরোহিল বৃষ-পৃষ্ঠে* পরক্ষণে আসি,
ছুটিল বাহন বেগে গন্ধবহ সম।

নিয়োগী—কর্ম্মী। পরতঃ—পশ্চাতে, ভিন্ন প্রকারে।

* কালিকাপুরাণ—১১ অধ্যায় শ্লোক ১৪
ততঃক্ষণেন বলীবর্দ্দেন বেগিনা। সব্রহ্মনারদাস্তে খঃ প্রাপ্যদক্ষালয়ং হরঃ॥

(৬)

দক্ষ হেথা স্থপতিরে ডাকিল সত্বর,
গঠিতে উদ্যান মাঝে বিবাহ-মণ্ডপ,
হীরক-মুকুতাদামে শোভিতে চত্বর,
উচ্চ, উচ্চবৃক্ষে তুলি' স্বর্ণ-চন্দ্রাতপ।
উদ্যান যোজন-ব্যাপী, শোভে নানা তরু,
কামিনী, চামেলী, চাঁপা ফুলে আমোদিত,
মধুমাস বারমাস, পিকরব চারু,
কল্পিত নন্দন-বন ধরাতলে স্থিত।

(৭)

দিন মধ্যে সভা-গৃহ করায়ে নির্ম্মাণ,
প্রেরিল নারদে দক্ষ দেব-নিমন্ত্রণে,
অন্তঃপুরে ক্ষণ-পরে করিয়া প্রয়াণ,
প্রসূতির পার্শ্বে গিয়া বসিল আসনে।
বলিল—'মহিষি! শুন শুভ সমাচার,
ব্রহ্মা আসি দিল যুক্তি সতী-স্বয়ম্বরে,
দেবলোকে এ সংবাদ করিতে প্রচার
পাঠায়েছি কিছু পূর্ব্বে নারদ ঋষিরে।'

স্থপতি—রাজমন্ত্রী, শিল্পি বিশেষ। চত্বর—উৎসব স্থান। চন্দ্রাতপ—চাঁদোয়া।

(৮)

'পরশ্ব সে শুভদিন হইয়াছে স্থির,
মনোগত বর যদি হয় নির্ব্বাচিত,
সমারোহে সমাপিব বিবাহ সতীর ;
কর, রাণি, সুব্যবস্থা তব ইচ্ছা মত।
অষ্টাদশ কন্যা দি'ছি মুনি-ঋষিগণে,
সাতাইশ সুধাকরে, ধর্ম্মরাজে দশ,
বরুণে অর্পিব সতী ছিল ইচ্ছা মনে,
হব ধন্য নির্ব্বাচনে পূরিলে মানস।'

(৯)

কহিল প্রসূতি তবে 'দেখেছি স্বপন,
দধীচি মুনির মত আকারে গঠনে,
জটামৌলি মহাজন, কিন্তু ত্রিনয়ন,
পুরোদ্যান পাশে আছে পরমাত্মাধ্যানে।
সতী গিয়া বর-মাল্য দিল তার গলে,
বর-কন্যা মোরা যেন আনিনু বাসরে,
নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল, সতী ডাকিল মা' ব'লে,
তাই বুঝি বিধিযুক্তি সতী-স্বয়ম্বরে।'

জটামৌলি—যাহার মাথায় জটা আছে। মহাজন—ধার্ম্মিক।

(১০)

স্নেহের পুতলি সতী হবে স্বয়ম্বরা,
অপার আনন্দ আজ প্রসূতির প্রাণে,
আনাইল কন্যাগণে মুনি-পত্নী যারা,
আর আর কন্যা আসে নারদ-আহ্বানে।
আনাইল ভগ্নীদ্বয়ে, অন্তঃপুরে ঘটা,
সাধিছে অঙ্গনাগণ 'উলু'ধ্বনি ছড়া,
বাসরে যে ভাবে হবে নৃত্যগীত ছটা,
পুঁথি পড়া কলা-বিদ্যা কৌলীনা ঝগড়া।

(১১)

স্বয়ম্বর প্রাতে শিব পেঁাছে হরিদ্বারে,
সাজিল কিরাত সাজে বসি' শিলাতলে,
নন্দী কাছে বৃষ রাখি, পাশি দক্ষ পুরে,
(*) বেতাল-তালকে লয়ে রহে বিল্বমূলে।
সায়ংকালে ব্রহ্মা আসি দিল দরশন,
একে একে স্বর্গ হতে নামি দেববৃন্দ,
সুসজ্জিত সভাগৃহে লইল আসন,
না দেখিয়া শিবে ব্রহ্মা দাঁড়ায় নিস্পন্দ।

কলা-বিদ্যা—নৃত্য গীতাদি চতুঃষষ্ঠি বিদ্যা। কৌলীনা—কুলাচার।

* বেতাল-তাল—সঙ্গীতজ্ঞ যক্ষ; শিবানুচর।

কালিকাপুরাণ—১১অধ্যায় শ্লোকাংশ ২০ ॥ যাদ্যং চক্রুর্গণা সর্ব্বে ননৃতুশ্চাগতাঃ দক্ষমন্দিরং।

(১২)

উদ্যানের চারি প্রান্ত করে নিরীক্ষণ,
দেখিল রয়েছে শিব দূরে বিল্বতলে,
সাজাইতে কন্যা দক্ষে বলিল তখন,
অমনি কামিনীকুল শঙ্খ-ধ্বনি তুলে।
দাক্ষায়ণী সতীরূপা জগন্মাতা তুমি,
বিভুষিতা হ'য়ে নানা রত্ন অলঙ্কারে,
বরমাল্য ধরি' করে, সভা অতিক্রমি,
ব্রহ্মার ইঙ্গিতে দ্রুত চলিলে বাহিরে।

(১৩)

সভাস্থ দেবতা যত, সম্ভ্রম-জড়িত,
নিরখিল একবার তব পদ-প্রান্তে,
তেয়াগিল সভাগৃহ, দক্ষ বিচলিত,
ধাইল ব্রহ্মার কাছে উদ্যান-সীমান্তে।
ত্রিনয়নে ত্রিনয়ন পড়ে ইতিপূর্ব্বে,
আনন্দে বেতাল-তাল বাজায় সারঙ্গ,
বরমাল্য দিয়ে গলে বলিলে গো শর্ব্বে :—
"সঁপিলাম, হে শবর, এবে সজীবাঙ্গ।"

শবর—ব্যাধ, শিব। সারঙ্গ—বীণা যন্ত্রের ন্যায় বাদ্য যন্ত্র। শর্ব্ব—শিব।

(১৪)

ব্যাধবেশী শিবসনে অদ্ভুত মিলন,
হেরিয়া অমরগণ ভাসিল উল্লাসে,
যোড়করে দুজনার বন্দিয়া চরণ,
সুরপুরে গেল ফিরে নিজ নিজ বাসে।
বিস্মিত হেরিয়া দক্ষ ব্যাধের মূরতি,
জটাজাল, বাঘছাল, ফণী শোভে শিরে,
ঢুলু, ঢুলু নেত্রেতিন, বাল-সূর্য্য-ভাতি,
ধনুক, তুণীর স্কন্ধে, শিঙ্গা বাম-করে।

(১৫)

জিজ্ঞাসে ব্রহ্মাকে 'কে, এ? দানব কি দেব?
হরিয়া লইল সতী আসি' ছদ্মবেশে?'
লোক-পিতামহ কহে—"ইনি বামদেব,
মহাযোগী, পশুপতি বসতি কৈলাসে।
বিচারিয়া মনে দক্ষ প্রসূতি-প্রসঙ্গ,
বাজাতে বিবাহ-বাদ্য বাদ্যকরে কয়,
জল-তরঙ্গ, মৃদঙ্গাদি জিনিয়া সারঙ্গ,
জানাতে সমৃদ্ধি নিজ নব জামাতায়।

অমরগণ—দেবতাগণ, সুরপুরে—স্বর্গে।

(১৬)

বাদ্যশুনি' 'উলু' ধ্বনি তুলি' বামাগণ,
আলু থালু বেশে আসে কাতারে কাতারে,
স্বয়ম্বরে সম্প্রদান নাহিক বিধান,
স্ত্রী-আচারে বর-কন্যা লইল বাসরে।
না রহে বাসর-রাতে সম্বন্ধ-বিচার,
বৈষ্ণবী সকলে আজ রস-কলি ছাপে,
গাহিল মিলন-ছড়া, যুগল-বিহার,
শ্বশ্রূ-স্বসা সুরসিকা শ্যালিকার কাপে।

(১৭)

নৃত্য-গীত কৌতুকেতে রজনী বিগত,
প্রভাতে বিদায়-বাদ্য বাজে ঘন ঘন,
বৃষভে লইয়া নন্দী দ্বারে উপস্থিত,
সারঙ্গে বেতাল-তাল তুলিল সুস্বন।
উঠিল মিলিত-বাদ্য বিদারি' গগন,
পাবনী তরঙ্গ তুলি' উজান বহিল,
স্বর্গ হ'তে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগণ,
সুর-তরু পারিজাতে ইন্দ্র ভেট দিল।

রসকলি ছাপ—নাসিকায় তিলক চিহ্ন। কাপ—কপটতা। শ্যালিকার কাপে—কপট শ্যালিকা সাজিয়া। পাবনী—গঙ্গা।

* কালিকা পুরাণ ১১ অধ্যায় শ্লোক ২০—পুষ্পবৃষ্টিঞ্চ সস্ৃজুর্মেঘাঃ গগনসংঘতা।

(১৮)

পিতামহে, পিতৃদেবে, মাতাকে প্রণমি'
বৃষ-পৃষ্ঠে শিব-বামে বসিলে তখন,
বিসর্জ্জিল অশ্রু কত প্রসূতি জননী,
মায়াকান্না মৃদুস্বরে কাঁদে ভগ্নীগণ।
হিমগিরি পথে সবে যবে উপস্থিত,
মেনকা হিমাদ্রি-জায়া যুগলে দেখিল,
দুহিতা-জামাতা-সাধে চিত্ত বিড়ম্বিত,
সেইদিন হ'তে সাধ্বী ব্রত আচরিল।
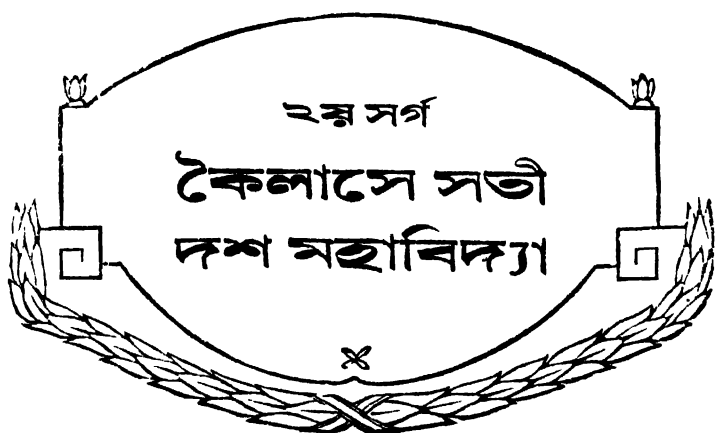
(১)

নিরালয় শিবালয় কৈলাস ভূধর,
ব্রহ্মার মানস সরঃ পাদ-দেশে তার,
পৌরাণিক দেব-ভূমি ভারতের পর,
শিবসনে আসি' তথা পাতিলে সংসার।
বিভক্ত দ্বিশৃঙ্গে উচ্চ অচল কৈলাস,
মাঝে সানু সুবিস্তৃত সৌগন্ধিক বন,
একে যক্ষাবাস, অন্যে ভূতাত্মা-নিবাস,
পায় লাজ সুরপুরী ইন্দ্র-উপবন।

সানু—দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী উচ্চ সুবিস্তৃত সমতলভূমি।

(২)

ঝলকে অলকাপুরী স্বর্ণ-প্রভাবে,
শিবাশ্রম বনরাজি পশুর নিলয় ,
স্নিগ্ধ গিরিতট নানা প্রসূন-সৌরভে,
অশোক, বটাদি বৃক্ষে, মুমুক্ষু-আশ্রয়।
শৈল বেড়ি' সারি সারি উঠেছে বিটপী,
অশ্বত্থ, অর্জ্জুন, ভূর্জ্জ, বকুল, ডুমুর,
করবীর, পারিজাত, শাল্মলি, ওষধি,
দেবতরু, হিঙ্গু, জম্বু, পনস, খর্জ্জুর।

(৩)

উপত্যকা মধ্যভাগে, সুজলা দীর্ঘিকা,
পুলিনে কদলী শ্রেণী, সলিলে উৎপল,
উপবনে ফুটে ফুল-মাধবী, মল্লিকা,
জাতী, যুথী, নানা জাতি গন্ধ নিরমল।
বাসন্ত বিহঙ্গ আর ভ্রমর প্রচুর
কূজনে-গুঞ্জনে সানু সদা মুখরিত,
মেলি' পুচ্ছ করে নৃত্য ময়ূরী-ময়ুর,
মৃগ-মৃগী সুখী অতি কুর্দ্দনে ধাবিত।

প্রসূন—ফুল, ফল। সানু—গিরিতট। পনস—কাঁটাল গাছ।

(৪)

শ্বাপদ-সঙ্কুল বন নাহিক হিংসন,
মৃগ-বৃক, গজ-সিংহ, শার্দ্দূল-ভালুক,
একত্রে নকুল-অহি করে বিচরণ,
শিবধাম শিবময়, অশিব বিমুখ।
সুজলা অলকনন্দা, নন্দা প্রবাহিনী,
পবন-হিল্লোলে সুখে বহে পুরোভাগে,
বিমানেতে আসি' যত দেবের কামিনী
করে রঙ্গে জল-কেলি স্বামী-সহযোগে।

(৫)

শিবের উৎসঙ্গে বসি' দেখিতে কৌতুক,
শিষ্যা-ভাবে কভু রত তন্ত্র-অধ্যয়নে,
পারিজাত, শতপত্র দানিতে যৌতুক,
গুরু-দক্ষিণা স্বরূপ প্রণমি চরণে।
যোগাভ্যাসে কভু রত যেন কাপালিনী,
যোগময় বট-মূলে মুদিয়া নয়ন,
যোগনিদ্রা-সুখে কভু সিকতা-শায়িনী,
পতির আদরে ভুলি' পিতার ভবন।

প্রবাহিনী—নদী। উৎসঙ্গে—উরুতে। শতপত্র—পদ্ম। সিকতা—ধূলি।

(৬)

সরোবরে নিত্য স্নান, আত্মমন্ত্র জপ,
বারিপূর্ণ কুম্ভ কক্ষে ফিরিতে আশ্রমে,
স্বহস্তে করিতে পাক নীবার-আতপ,
যোগীজন-সেব্য চরু অতি সযতনে।
খাওয়াইয়া ভূতেশে, পরে মৃগগণে,
অবশিষ্ট অন্ন নিজে করিতে ভক্ষণ,
গৃহ-কার্য্য সারি' পরে আসি' উপবনে
কেশগুচ্ছ লতা পুষ্পে করিতে শোভন।

(৭)

কুসুম চয়নে আসি' কভু বা লুকা'তে,
আসিত খুঁজিতে যোগী ঐকান্তিক প্রেমে,
পুষ্পবরিষণ সহ ভাবের সঙ্গীতে
দেখাইতে বাল্য-খেলা বাল্য-সখী ভানে।
ভ্রমিতে কভু বা একা গহন কানন,
ব্যাঘ্র হ'ত সাথী যেন পালিত কুক্কুর,
সিংহ-পৃষ্ঠে বসি' কভু দুলাতে চরণ,
দিত শিব করতালি, বাজিত নূপুর।

আত্মমন্ত্র জপ—পরমাত্মার ধ্যান (দেবতা, আদর্শ-পুরুষ বা নারী যাঁহারা ঐশী শক্তি লইয়া ভূ-লোকে আসেন, তাঁহারা অনুষ্ঠিত আচরণ দ্বারা লোক-শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। নীবার-আতপ—তৃণজাত চাউল।

(৮)

বিমল আনন্দে যথা বিরাজে গোলোকে,
নারায়ণ সনে রমা বসি' পদ্মাসনে,
দেবরাজ সহ শচী যথা ইন্দ্র-লোকে,
তাদৃশ উল্লাসে ছিলে শিব-তপোবনে।
সহসা বেড়িল দুঃখ, জ্বালাইল হিয়া,
আনিল বারতা যবে নারদ দেবর্ষি,
করে পিতা কনখলে মহাযজ্ঞ-ক্রিয়া,
আহ্বানি' সকল দেবে শিবে না সম্ভাষি'।

(৯)

* ঋষি-যজ্ঞে ব্রহ্মা-পার্শ্বে আসীন মহেশ
অনবধানে দক্ষের না রাখিল মান,
সভাসন ত্যজি' যথা সব ত্রিদিবেশ,
উপেক্ষিত ভাবি' দক্ষ যায় নিজ স্থান।
বৈভব-মদিরা-মত্ত শ্বশুর গোপনে
জামাতৃ-মর্য্যাদা হানি করিয়া কল্পনা,
দেব-যজ্ঞ সমারোহে শিবে নাহি গণে,
ন্যায্য যজ্ঞ-ভাগ হ'তে করিতে বঞ্চনা।

---

*শ্রীমদ্ভাগবতম্—৪র্থ স্কন্ধ ২য় অধ্যায় শ্লোক ৪।
পুরা বিশ্ব সৃজাং সত্রে সমেতাঃ পরমর্ষয়ঃ
তথা অমরগণাঃ সর্ব্বে সানুগামুনয়োঽগ্নয়ঃ॥ ইত্যাদয়ঃ।

(১০)

কাল-প্রাপ্তে যথা লুপ্ত জ্ঞান হিতাহিত,
না ভাবিল একবার হ'য়ে প্রজাস্থক্
জামাতার অসম্মানে দুহিতা ব্যথিত,
সাধ্বীনারী পূজে পতি ভিখারী দৈষ্টিক।
শিব-প্রাণা সতী তুমি শিব-উপেক্ষণে,
কি যেন কি অভিমানে—পাতিলে ছলনা,
জানালে ভর্ত্তৃর কাছে কাতর বচনে
জন্মস্থান দরশনে জেগেছে বাসনা।

(১১)

'উচাটন কি কারণ' বলে তবে শিব,
'তব গুণে গৃহবাসী হইয়া উদাসী,
অদর্শন দিনেকের সহিতে নারিব,
কৈলাস আঁধার হবে, হ'ব পরবাসী।'
সম্বরি' নয়ন-বারি উত্তরিলে তুমি ঃ—
"দেখ চেয়ে একবার সুদূর গগনে,
দেখ কত দেব-রথ যায় যজ্ঞ-ভূমি,
না-না-'জন্মভূমি,' 'যজ্ঞ' বলিয়াছি ভ্রমে।"

---

§ শ্লোকাংশ ৩৮—ব্রহ্মপুরাণ—৩৯ অধ্যায়—
দক্ষ-যজ্ঞ—মহেশ্বর উবাচ—"যজ্ঞেষু মম সর্ব্বেষু ন ভাগ উপকল্পিতম্"
মহাযজ্ঞ—বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র, পিতৃ-তর্পণ, ভূত-বলি, অতিথি-পূজা।
দৈষ্টিক—কাপুরুষ, যাহারা কেবল ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। প্রজাস্থক্—পিতা।

(১২)

শিশুমতি বালা মত উতলা গমনে,
বহির্গতা গৃহ হ'তে না মানি' কারণ,
উচ্ছেদ করিবে যজ্ঞ অভিসন্ধি মনে,
নাই যথা দেব-যাগে দেবেশ পূজন।
না জানিয়া মনোকথা, কেন এ আগ্রহ,
নিবারিতে তোমা শিব করিল যতন,
শেষে গৃহিনী-শাসন দাম্পত্য-কলহ
আরম্ভিল মদভরে শমন-শাসন।

(১৩)

ত্রিলোকে বারিতে তোমা কি আছে প্রক্রিয়া,
রোধিতে বাসনা তব আছে সাধ্য কার,
বলে বুধগণ—বিশ্বে তুমি অদ্বিতীয়া *
চিন্ময়ী প্রকৃতি-পরা বিশ্ব-মূলাধার।
তিরোহিত বধু যথা পেয়ে বাক্য জ্বালা,
চকিতে অতনু তুমি মায়িকী সদৃশী,
খেলিবারে ভিন্ন সাজে অভিনব খেলা,
দশ মহাদেবী রূপে ঘেরি' দশ-দিশি।

---

*মহাভাগবত পুরাণ—সত্যুবাচ—সহস্র বদ দেবেশ তথাপি পিতুর্বালয়ে। গমিষ্যামি মহাযজ্ঞং দ্রষ্টু মিচ্ছুকাহম্ প্রভো॥ মমাগ্রে যদিতে নিন্দাং করত্যতি-বিমূঢ়ধীঃ। তদা তস্য-মহাযজ্ঞং নাশয়ামি ন-সংশয়ঃ॥

*শ্রীশ্রীচণ্ডীদেবী-মাহাত্ম্য, শুম্ভবধ শ্লোকাংশ-৫। 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
অতনু—অশরীরী। মায়িকী—যাদুকরী।'

(১৪)

বিবিধ বরণামূর্ত্তি, বিচিত্র ভূষণা,
আয়ুধ ধারিণী, কেহ শঙ্খ-পদ্ম-করা,
কমনীয়া, কেহ উগ্র', করাল বদন',
দেখা'বারে মায়া-শক্তি ভাবেতে বিভোরা
রক্তবাসা দেবী এক ধূমল-বরণা,
হসন্মুখী ঘোররাবা ত্যজি' কুবলয়,
ধরি' করে সিত অসি, হ'য়ে বিবসনা,
দেখায় ভঙ্গিমা যেন করিবে প্রলয়।'

(১৫)

হাসি ক্ষিপ্ত অট্টহাস, অসুর-সন্ত্রাস,
করি' ছিন্ন নিজ মুণ্ড ভীম খড়্গ-ঘায়,
রাখি' বাম-হাতে, করে নিজ রক্ত গ্রাস,
নৃত্যসহ পদভরে মেদিনী কাঁপায়।
প্রমত্তা রুধির-পানে যবে সে ভামিনী
ভৌতিকী-আসুরী লীলা প্রসর উন্মুখী,
উদ্গারে সৃজিলা দুই শাকিনী-ডাকিনী,
দ'াড়াল দু'পার্শ্বে তারা হ'য়ে ঊর্দ্ধমুখী।

'মহাভাঁগবত পুরাণম্—অধ্যায় ৮

*এবং সঞ্চিন্ত্যমনসা ক্ষণম্ দাক্ষায়ণী মুনে। ভয়ানকৈ স্ত্রিভিনে'ত্রৈ মোহয়ামাস শঙ্করং

ধূমল—কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণ। কুবলয়—পদ্ম। বিবসনা—উলঙ্গিনী। ভঙ্গিমা—ভাব।

(১৬)

ত্রিধারায় ছুটে রক্ত খায় চক্, চক্,
উঠে শব্দ চক্, চক্, রসনা-লেহনে,
পুলকে পিঙ্গল নেত্র জ্বলে ধক্, ধক্,
বাঘিনীর চক্ষু যথা মৃগা-রক্ত পানে।
চলিল পৈশাচী খেলা ল'য়ে সহচরী, *
হেরিয়া বীভৎস্য দৃশ্য ভূতেশ স্তম্ভিত,
নিরখে যে দিকে, হেরে নারী ভয়ঙ্করী,
গ্রাসিবারে আসে মেলি' দশন বিকৃত।

(১৭)

কাঁপে শিব থর্, থর্, নেত্র ছল্ ছল্,
বহে শ্বাস ঘন ঘন নাসাছিদ্র দিয়া,
শিরো-গঙ্গা টল্‌মল, উছলিত জল,
জটাজাল, ফণী-ফণা উঠিল ভাসিয়া।
অধঃ অঙ্গে ভুজঙ্গম্ ছিল কটি-পাশ,
জটাসহ ভাসমানে শ্লথ কটি-ডোর,
খসিল বসন-চীর-বাঘছাল বাস—
অম্বর পতনে শিব সাজে দিগম্বর।

---

* প্রাণ-তোষণী তন্ত্র, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ছিন্নমস্তা উৎপত্তি—
নখাগ্রেণ চিচ্ছেদ বামেন স্বশিরস্তদা। ছিন্নমাত্রন্তু তৎশীর্ষং বামহস্তে পপাত চ।
কণ্ঠাৎ বিনিঃসৃতং রক্তং ত্রিধারেণ তপোধন।
দক্ষিণ ভেদেন যে ধারে চ বিনির্গতে। সখী মুখেতু-সংযোজ্য মধ্যধারা স্বকাননে॥
চীর—কৌপীণ

(১৮)

নারীব্যুহ মাঝে নগ্ন, চাহে চারিভিতে,
পলায়নে সমুদ্যত উদ্বিগ্ন অন্তরে,
ধূমায়িত দেবী এক আসি' আচম্বিতে,
দুইকরে ধরি' শিবে পূরিল জঠরে।*
দেখা'য়ে মুহূর্ত্তকাল বিশ্ব-গর্ভাশয়,
বমনে নিকাশি' পরে ভূমে তেয়াগিল,
বিশ্ব-কোষে লাগে ঘোর, উপজে বিস্ময়,
মুদি' নেত্র যোগীবর যোগাগ্নি জ্বালিল।

(১৯)

§ দেখিল একাংশে তব জগৎ বিকাশিত,
আকাশ, পবন, সূর্য্য, জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী,
বসুন্ধরা সপ্তদ্বীপা সাগর বেষ্টিত,
অদ্রিমালা-অভ্রভেদী, তরু, গুল্ম, বল্লী ;
নির্ঝরিণী, হ্রদ, নদী, বিল, খাত, খনি,
সুরাসুর, যক্ষ, নর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
জলে, স্থলে, শূন্যপথে চরাচর প্রাণী,
বহুবিধ কতশত বস্তু মনোহর।

ছিন্নং তস্যা যতো মুণ্ডং ছিন্নমস্তা ততঃ স্মৃতা। তদা স্বদেহ সম্ভূতে যে শক্তি সম্বভূবতুঃ॥
ডাকিনী বর্ণিনী নাম্না সখ্যেতাভ্যাং সহান্বিকা।

* ধূমাবত্যুৎপত্তি—নারদ-পঞ্চ রাত্রে ত্রয়োদশ অধ্যায়।
"ইত্যুক্ত্বা পতিমাদায় মুখে চিক্ষেপ সা তদা"

§ কালিকা পুরাণ ১০ অধ্যায় শ্লোক ৭—'হরদদর্শ স্বে গর্ভে সর্ব্বমিদং জগৎ'
সপ্তদ্বীপ—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর।

(২০)

দেখে আরো ভেদিবারে এ সৃষ্টি-রহস্য,
মহর্ষি, দেবর্ষি আছে ধ্যানে নিমগন ;
নামে তব করি' ভর কত গুরু-শিষ্য
মোক্ষ-লাভ-আশে করে নামের ভজন।
মায়া-চক্রে ঘূর্ণমান কত ভ্রান্ত জীব
সতত বিবাদে রত না স্মরি' মরণ ;
পালিছে আদেশ তব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব
সৃষ্টি, স্থিতি, লয়-কার্য্য করিতে সাধন।

(২১)

প্রহেলিকা-সমাহিত যোগাশ্রয় ফলে,
মায়া-মুক্ত শুদ্ধজ্ঞান জাগরিল ক্রমে,
বুঝিয়া স্বামিত্ব নিজ, তব ইচ্ছা-বলে,
আপনায় তব পদে নিবেদে সম্ভ্রমে ঃ—
"উচ্ছাসে ফুকারে, সতি! লুকা'লে কোথায়?
সংহরি' শোভনামূর্ত্তি কেন ভয়ঙ্করা, *
কাঁপে বিশ্ব চরাচর ভীষণ ভীষায়,
ত্যজ অসি, শুভঙ্করি, বরাভয়-করা।

* মহাভাগবত পুরাণ—শিব উবাচ—ত্বংযা সতী দক্ষকন্যা মৎ প্রাণবল্লভা, কথং তদা কৃষ্ণবর্ণা কর্ম্ম বা ভূভয়প্রদা ॥ শক্তি উবাচ—অহন্ত প্রকৃতি সূক্ষ্ম সৃষ্টি-সংহার-কারিণী ॥ অভবং তত্ত্বনিতায়ৈ ত্বদর্থে গৌরদেহিকা ॥

(২২)

"সম্বর, সম্বর মূর্ত্তি, বিশ্ব-বিনাশিনী,
কর রক্ষা, কর রক্ষা, মহাভয়-হরা ;
তোষ আসি' শিবে তব, শিব-সোহাগিনি,
দাও দেখা সতী-রূপে হ'য়োনা নিঠুরা।
করুণ-প্রণয় ভাষে করি গো বিনয়,
হ'বনা কখন আর বাসনা-বিরোধী,
ইচ্ছাময়ী কালী তুমি, সৃষ্টি, স্থিতি, লয়
সাধিত ইচ্ছায়, কাল তব প্রতিনিধি।"

(২৩)

বরমাল্য দিয়ে যা'রে, ছিলে গো অধীনা,
নিপতিত পদে এবে সেই মহাভাগ,
সরমে মরম-মাঝে আসিল বেদনা,
উথলিত হৃদি-মাঝে পূর্ব্ব-অনুরাগ।
অপসারি' মায়া-মূর্ত্তি চক্ষুর পলকে,
বিরাজিতা হেমপ্রভা সতী দক্ষ-সুতা,
রঙ্গিনী সঙ্গিনীদ্বয়, গেল অন্তরিক্ষে,
প্রশস্ত সময়ে পুনঃ হ'তে আবির্ভূতা।

মহাভাগ—দয়া, বিদ্যা, বিনয় ও শৌর্য্যাদি গুণ সমন্বিত ব্যক্তি।

(২৪)

হেরিয়া কুহকী-লীলা, পরম কুতুকী
জিজ্ঞাসে জানিতে যোগী নব ভাবান্বিত,
'দেখিলাম দশদেবী দশবিধ-মুখী,
হবে তারা ধরাতলে কি নামে পূজিত'।
যোগাসনে পাবে দেখা নাম-'কালী, তারা,'
—ছায়াপথ দিয়া ছায়া করিল ভ্রুভঙ্গী—
"ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, কমলা, বগলা,
ভৈরবী, ভুবনেশ্বরী, ষোড়শী, মাতঙ্গী।"

কুতুকী—আনন্দময়। ছায়া—গুণবতী।
ছায়াপথ—আকাশে অস্ফুট আলোক বিশিষ্ট ঈষৎ শুভ্রবর্ণ মণ্ডলাকার পথ।

(১)

'সতীই প্রকৃতি আদ্যা' শিব নিঃসন্দেহ,
নন্দী, মদ, মণিমান শিষ্য তিনে বলে,
'মা, তোদের উৎসুক যেতে পিতৃগেহ,
কর্‌রে ব্যবস্থা তোরা তিন জন মিলে'।
নিল ভার মণিমান, কুবের বান্ধব,
যোগাইতে আভরণ, বস্ত্র মণিময় ;
গোরক্ষক মদ যায় আনিতে বৃষভ,
সম্মত সেবক নন্দী যেতে দক্ষালয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪র্থ অঃ শ্লোক ৭।
"হেতুঃ সমস্ত জগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভিরপ্য পারা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত মধ্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা।

(২)

সাধিতে গুরুর কাজ ব্যস্ত শিষ্যগণ,
ত্বরিতে সংগ্রহ করে দ্রব্য অনুকূল ;
কুবের ভাণ্ডার হ'তে আনে মণিমান
বসন, ভূষণ দিব্য ভুবনে অতুল।
গলদেশে বাঁধি' ঘণ্টা, পৃষ্ঠে-আস্তরণ,
বলীবর্দ্দে ল'য়ে মদ ফিরে তাড়াতাড়ি,
*পুষ্পমালা, পতাকায় সাজায়ে গো-যান
রক্ষী সাজে এল নন্দী, সতর্ক প্রহরী।

(৩)

দক্ষ-দত্ত রত্ন বস্ত্র ল'য়ে মহেশ্বর
আনন্দে-বিভোর যায় শোভিতে তোমায়,
সন্তর্পণে স্পর্শে অঙ্গ, বিজ্ঞ মালাকার
সাজা'তে প্রতিমা যথা ডাক-গহনায়।
'না দিয়েছ পূর্ব্বে, এবে কেন এ প্রয়াস'
বলিয়া একথা শিবে করিলে লজ্জিত,
পশ্চাতে বলিলে তব আছে অভিলাষ,
সাজিতে প্রকৃত সাজে পতি-অনুব্রত।

শ্রীমদ্ভাগবতম—৪র্থ স্কন্ধ, ৪র্থ অধ্যায় শ্লোকাংশ ঃ—

* পুরোবৃষেন্দ্রাস্তরসা গতব্যথাঃ। শ্বেতাতপত্রাদিভিঃ মহারাজ বিভূতিভিঃ শোভিতা॥

(৪)

পরিলে কাষায় বাস, গলে ফুলহার,
কুসুম অপরাজিতা ছুটী সমকাণে,
কপোলে চন্দন-বিন্দু, কপালে সিন্দুর,
নুপুর, অলক্ত-রেখা রক্তিমা চরণে।
কবরী আলুলায়িত চিকুর চিকুণ
আবরিল পৃষ্ঠদেশ নিতম্ব অবধি,
মুকুট স্থাপিলে শিরে করবী কুসুম,
প্রশান্ত উজ্জ্বল নেত্রে কজ্জলের সিতি।

(৫)

শৈল উপবনে বাস, যোগীন্দ্র বনিতা,
অধিষ্ঠাত্রী বনদেবী বিজন বিপিনে,
ফলিতা লতিকা মাঝে লতা অফলিতা,
ছিলে ফুলরাণী একা পুষ্পিত কাননে।
মুখ চারু, যুগ্ম-ভুরু, আয়ত লোচনা,
সুঅঙ্গে কনক আভা জিনি' ইন্দু জ্যোতিঃ,
বনজাত ফুল-সাজে বাড়িল সুষমা,
মোহিতে মহেশে নব মোহিনী-মুরতি* ।

চিকুর—কেশ। সিতি—কৃষ্ণ রেখা। লতা অফলিতা—যে নারীর সন্তান হয় নাই—সতীর পুত্রাদি নাই।
শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৪র্থ স্কন্ধ, ১ম অধ্যায় শ্লোক ৬৪। ভবসা পত্নী তু সতী…পুত্রং ন লেভে।
* মোহিনী—সমুদ্র মন্থন-কালে অসুরদিগকে মোহিত করিবার জন্য নারায়ণ এই রূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

(৬)

প্রস্তুত গমন-রথ, আধ-হাসি মন,
নবাগত বধূ যেন যাবে পিত্রালয়,
দুখ-বিজড়িত হর্ষে পরশি চরণ
নতমুখে শিব কাছে মাগিলে বিদায় :—
"জনক-ভবনে যজ্ঞ, চিত বিচলিত,
পিতৃ-যজ্ঞ সমাপনে ফিরিব সত্বর,
যেতেছি কৈলাস ছাড়ি' স্বল্প দিনমত,
চল সাথে, দেব ! যদি বিরহ কাতর।"

(৭)

খিন্ন ভাবে লোক-শিক্ষা কহিল গিরিশ :—
'যাত্রা অবিধেয় যথা নাই আবাহন, *
নারিনু রাখিতে, দেবি ! কথন ঈদৃশ,
ধনী-গৃহে যজ্ঞ-কালে না যাবে নির্ধন।
অন্বেষে ধনাভিমানী স্বার্থ-পরিতোষ,
‡সাধুগুণ—সৎকুল, বিদ্যা, তপ, দান,—
ধনান্ধে আশ্রিত যবে গুণস্থলে দোষ।"

---

* নারদ পঞ্চ রাত্রে ৩য় রাত্রে ৩য় অধ্যায়—ঈশ্বরঃ উবাচ—
প্রিয়ং মমৈতদ্দেশি মমাপি গমনং শিবে। সন্দেহ কিন্তু মে দেবি, গন্তাসি হ্যনিমন্ত্রিতা॥
‡ শ্রীমদ্ভাগবতম—৪র্থ স্কন্ধ ৩য় অধ্যায়, শ্লোক ১৭—২০ দ্রষ্টব্য।
বিদ্যাতপোবিত্ত বপুর্বয়ঃ কুলৈঃ সতাং গুণৈঃ যড়্‌ভিরসত্তমেতরৈঃ॥
স্মৃতৌহতায়াং ভৃতমানদুর্দ্দৃশঃ স্তব্ধা ন পশ্যন্তি হি ধাম ভূয়সাম্॥

(৮)

"আতিথ্য-প্রদান-কালে ভাবে ধনাধিপ,
এসেছে এ হীন জন করিবে ভোজন
দশের ওদন একা না যায় সমীপ,
দেখি' তারে রহে দূরে, না করে ভাষণ।
হয়েছি প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ, না করি বারণ,
মোর-ঘনিষ্ঠতা হেতু না পাবে আদর,
ব্রহ্মার তনয়ে ঘোর তমঃ আবরণ,
প্রজা-আধিপত্য লভি' নাহি শিষ্টাচার।"

(৯)

নীরবে ক্ষণেক রহি' দানিলে উত্তর ঃ—
*"গুরু, স্বামী, বন্ধু-গৃহে, পিতৃ-নিকেতনে
নাহিক নির্ণীত কাল সদা সমাদর,
গমনে নাহিক দোষ বিনা নিমন্ত্রণে।
দেখি নাই কত কাল জননীর মুখ,
সম্ভব এসেছে স্বসা, মাতৃস্বসাগণ,
একত্রে মিলনে পাব আলাপন-সুখ,
স্ত্রীজাতি দেখিতে ব্যগ্র আত্মীয়-স্বজন।"

---

‡ শ্রীমদ্ভাগবতম্—শ্লোকার্দ্ধ--১৩
সৌহৃদং সুহৃদঃ সম্বন্ধি কেতনং গৃহং, তথা ভর্ত্ত্রাদীনাঞ্চ গৃহম্ অনাহূতা অপি অভিযন্তি। হ্রস্বস্বমার্যম্ ।।

(১০)

"প্রসবে সংসার-লতা গর্ভ-সংক্রমণে,
মিষ্ট, কটু দুটী ফল—সংযোগ-বিয়োগ—
স্বজন-বিরাগ ঘটে সামান্য কারণে,
সংসার-মাঝেতে সদা আছে অনুযোগ।
বলিব মাতার কাছে কিবা হেন ত্রুটি,
স্নেহ-আত্মীয়তা যাহে পাশরিল পিতা,
কৈলাসে অনিমন্ত্রণ, বর্জ্জিত ধূর্জ্জটি,
গর্ভজাত কন্যা প্রতি একি বিরুদ্ধতা।"

(১১)

"জননীর সাথে যাব পিতৃ-সন্নিধান,
বুঝাব যতনে তাঁরে স্থাপিতে সখ্যতা,
ফেলি' আঁখিজল তাঁর ধরিব চরণ,
অবশ্য আসিবে হৃদে অপত্য-মমতা।
কালিমা মনের তাঁর রহে যদি তবু,
আসিব এখনি ফিরে, না র'ব তথায়,
আসি তবে, প্রাণপ্রিয়, চিত্তহারী প্রভু,
হ'য়োনা বিরূপ যেন তব সেবিকায়।

গর্ভ-সংক্রামণ—দেহান্তর-প্রাপ্তি নিমিত্ত জীবের গর্ভ-প্রবেশ।
অনুযোগ—অন্যের নিকট প্রাপ্ত অনাদর জনিত আক্ষেপ।

(১২)

উদাহৃত মিষ্টভাষে-প্রবোধি' প্রাণেশে,
ধীর-পাদ-সঞ্চালনে আরোহিলে রথে,
মুখপানে চাহে শিব বদ্ধ গৃহী-পাশে,
*ছুটিল কতই ভাব ক্ষুণ্ণ হৃদি-পথে।
আশ্বস্ত বচনে তব স্থাপিয়া ভরসা,
নাহিভাবে সিতিকণ্ঠ আশার কুহকে,
—নহে কেবা আশামুগ্ধ থাকিলে প্রত্যাশা।—
কণ্ঠের গরল তার উঠিবে মস্তকে।

(১৩)

সানন্দ মন্থর-গতি বৃষভ-প্রকৃতি,
যানে-যুত চলে আরো শিথিল গতিতে,
যেন কোন দৈব-বলে আজ মৃগ-গতি,
ছাড়াল কৈলাস-পুরী দেখিতে দেখিতে।
মহানন্দে চলে লঙ্ঘি' দেউল জাঙ্গাল,
কাঁপাইয়া গিরি-পথ জলদ-গর্জ্জনে,
অতিক্রমি' একদিনে হিম-শৈল আল,
উপনীত দক্ষ-দ্বারে যজ্ঞারম্ভ-ক্ষণে।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতম—৪র্থ স্কন্ধ-৪র্থ অধ্যায় শ্লোকাংশ ১
এবমুক্তা বিররাম শঙ্করঃ পত্‌ন্যঙ্গনাশং হ্যভয়ত্র-চিন্তয়ন।
সিতিকণ্ঠ—মহাদেব।

(১৪)

ঘর্ঘর গো-রথ শব্দ, ঘণ্টা ঝুন্, ঝন্,
অন্তঃপুর-দ্বার কাছে বৃষের নিনাদ,
শুনেও না শুনে যেন পুরনারীগণ,
মত্ত যজ্ঞ দেখিবারে, লভিতে প্রসাদ।
বাজিল সঘনে যেন কাণে জননীর,
তব চিন্তা হৃদে যাঁর জাগে অবিরত,
সত্য কি চিত্তের ভ্রম করিবারে স্থির,
এল ছুটে একাকিনী উন্মাদিনী মত।

(১৫)

অদর্শন বহুদিন মাতা দুহিতায়,
'মা'রবের বিনিময় সত্যোদরশনে,
ঢালিলে আনন্দ-অশ্রু মিলে দুজনায়,
প্রাণের আবেগে দোঁহে নৈরাশ্য-মিলনে।
জুড়াল তাপিত মাতা হেরে মুখ-শশী,
চুম্বি' মুখ বার বার, নিল তুলি' কোলে,
ভাবাবেশে উচ্চৈঃস্বরে মহেশে আশীষি,
মুছাল শ্রীমুখ তব, বসন-অঞ্চলে।

(১৬)

আদরে সেবকে তব তুষি' অতঃপর,
অপরা তনয়াগণে করিল আহ্বান,
"আয়, আয়, ভাখ্ তোরা, এল সতী মোর,
দিয়েছে পাঠা'য়ে শিব, নাহি অভিমান।"
সোদরা অগ্রজা যারা দেবতা-কামিনী
নামিয়াছে মরভূমে কল-হংস রথে,
একত্রিত একে একে মাতৃ-স্বর শুনি',
গো-রথে আগত তুমি, লাগিল হাসিতে।

(১৭)

প্রধানা সোদরা দুই—অনসূয়া, খ্যাতি—
আগুবাড়ি' নিল তোমা মা'র কোল হ'তে,
সোহাগেতে ঢলে ঢলে জানায় সম্প্রীতি :—
"পাগলে কেন লো সতি ! না আনিলি সাথে ;
শুনি, ভূত নাচাইয়া তোরে ল'য়ে নাচে,
নিমিষে আঁধার দেখে, সদা ধরে বুকে,
নয়ন-আড়ালে গেলে ধায় পিছে পিছে,
আছে বুঝি আজ কোন মাদকের ঝোঁকে"।

(১৮)

শিব গুণাগুণ পরে বিচারে সকলে,
পিতাকে উপেক্ষা হেতু কেহ শিবে দূষে,
কেহ বলে কাজ নাই গত কথা ভুলে,
জামাই-শ্বশুরে দ্বন্দ্ব না রহিবে শেষে।
রুষ্ট পিতা হবে তুষ্ট হেরিলে তোমায়,
ভাবি' মনে ভগ্নীগণ না ফিরে অন্দর,
সানুচর তোমা ল'য়ে হোমস্থানে যায়,
অগত্যা জননী চলে পশ্চাতে সবার।

(১)

যজ্ঞ-ভূমি অগ্রে বহে মর্ত্ত-সরিদ্বরা,
দ্বিধারা অলকনন্দা, বর্ণ শুভ্র, নীল,
ঘূর্ণিপাক খর-স্রোতে প্রবলা প্রখরা,
হিমালয় ভেদি' বাহে শীতল সলিল।
যেন দুটী ভিন্ন নদী, বরণে আচারে,
গড়ে ভাঙ্গে তীর-ভূমি বিধি-প্রথা রাখি',
মন্দাকিনী-বৈতরণী যথা যম-দ্বারে
দানে মুক্তি পূতাত্মায় ডুবায় পাতকী।

সরিদ্বরা—গঙ্গা।

(২)

নাহি তাপ পূতি-গন্ধ বৈতরণী মত,
নাহি তটে যম-দূত উত্তোলি' মুদ্গার,
নাহি বচন নির্ম্ম পীড়িতে দুষ্কৃত,
'সাধুজন বিনা অন্যে না পাবে নিস্তার'।
বিমলা অলকনন্দা 'গঙ্গা' নাম ধরি',
তুলি' কুলু কুলু ধ্বনি ডাকে আপামরে,
দিতেছে কোলেতে স্থান পাপী, দুরাচারী,
মার্জ্জিত কল্মষ সবে আনন্দে বিহরে।

(৩)

এ পূত-সলিলে স্নাত ভৃগু মহামুনি
সহশিষ্য মহাতপা ঋষি অগণিত,
বাড়ায়ে দেহের কান্তি সাধি' আবাহনী,
দেবগণে অগ্রে ল'য়ে যজ্ঞে উপস্থিত।
সুদীর্ঘ প্রাসাদ-শিরে সুপর্ণ-নিশান,
সজ্জিত তোরণদ্বার সুপর্ণ পাদপে,
সূর্য্যকান্তি প্রজাপতি দ্বারে অধিষ্ঠান,
অভ্যাগত সহ গেল যজন-মণ্ডপে।

আবাহনী—দেব-আরাধনা নিমিত্ত মুদ্রা (যোগ-ক্রিয়া) বিশেষ।
সুপর্ণ-নিশান—গরুড় মূর্ত্তিযুক্ত পতাকা। সুপর্ণ-পাদপ—সবুজ পত্র যুক্ত বৃক্ষ।

(৪)

সুরলোক আজ যেন ভূলোকে প্রোষিত,
*সশস্ত্র-অমরবৃন্দ, দিক্‌পতি-দেব,
ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, যম, বরুণ-নৈঋত,
অনন্ত, কুবের, ব্রহ্মা, নাহি মহাদেব।
‡গরুড়-বাহনে আসি' গোলোক-বিহারী,
সৃষ্টিকর্ত্তা-করধরি' দক্ষ-প্রার্থনায়,
চলিলেন হোমস্থানে সুদর্শন ধরি',
রক্ষিবারে মহাযজ্ঞ, দূরি' অন্তরায়।

(৫)

সমাগত সকলের চিত্ত-প্রসাদনে,
নাচে, গায়, বিদ্যাধরী, মর্ত্তের কিন্নরী,
বাজে বাদ্য তৎসহ ঐক্যতা-বাদনে,
পিক-কণ্ঠে উঠে তান, সঙ্গীত লহরী।
নাচে দুলে তালে তালে কেকিনী সমান,
নাহি উর্ব্বশীর ভান ছলিতে-বাসবে,
নয়ন-অপাঙ্গে নাহি মদন-সন্ধান,
পরিতৃপ্ত সর্ব্বজন ঋজু হাব-ভাবে।

কালিকা পুরাণ ১৭ অধ্যায়, শ্লোকাংশ ২০।২১

*যথাস্থানস্থিতান সর্ব্বান দিকপালান সায়ুধ ধ্বজান। ২০

বিধাতায়ং তথা বিষ্ণুঃ যজ্ঞ মধ্যে ব্যবস্থিতৌ। ২১

বাসব—ইন্দ্র। মদন-সন্ধান—কুটিল দৃষ্টি।

উর্ব্বশী—পদ্ম পুরাণে কথিত আছে কামদেবের উরু হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে ধর্ম্ম পুত্র বিষ্ণুর ধ্যান ভঙ্গ করাইবার জন্য উর্ব্বশীর জন্ম হয়। যৌবন প্রাপ্তে উর্ব্বশী নৃত্য গীতাদি-

(৬)

ঋষিগণ উপবিষ্ট বেড়ি'হোম-বেদি,
সম্মুখে কনকাসনে অষ্ট দিক-পতি,
মধ্যস্থলে পুরোহিত ভৃগু বিশ্ব-বেদী,
শতক্রতু-যজ্ঞে যেন বৃত বৃহস্পতি।
যজ্ঞের নির্দ্দিষ্ট কাল বেলা দ্বিপ্রহরে,
বাজিল কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ মাঙ্গলিক,
জ্বালিল হোমাগ্নি ভৃগু শাস্ত্রীয় আচারে,
মুর্ত্তিমান ব্রহ্মতেজ প্রখ্যাত ঋত্বিক্।

(৭)

দপ্ দপ্ জ্বলে অগ্নি লভিবারে ভক্ষ্য,
অজিন-আসনে বসি' স্মরিল শ্রীহরি
যজ্ঞীয় সম্ভার ল'য়ে যজমান দক্ষ,
গাহিল দক্ষের জয় স্তুতি-পাঠকারী।
সমিধে মাখায়ে হবিঃ ফেলিতে আগুণে
অগ্রসর প্রজাপতি 'স্বাহা' 'স্বাহা' রবে,
হেন কালে ভগ্নীগণ আসে হোমস্থানে
সকিঙ্কর তোমা সহ হাসি-কলরবে।

সহ অঙ্গভঙ্গী দেখাইয়া বিষ্ণুর ধ্যান ভঙ্গ করেন। তৎপরে ইন্দ্রকে কুটিল কটাক্ষ দ্বারা মোহিত করেন। ইন্দ্র ইহাকে স্বর্গের প্রধানা অপ্সরী করিয়া রাখেন।

শতক্রতু—ইন্দ্র, ইনিই কেবল নির্ব্বিঘ্নে শতবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

(৮)

সম্মুখে আগত নন্দী জাত-ক্রোধ দক্ষ
রুক্ষ স্বরে বলে তারে 'তুই' কেন হেথা ?
প্রভু তোর অনাহূত, মোর প্রতিপক্ষ,
দাসে কেন পাঠাইল দিতে মোরে ব্যথা ?'
'শিব,' 'শিব' বলি' নন্দী রহে অধোনেত্র,
প্রদানিবে কি উত্তর না পায় ভাবিয়া,
চাহে তব মুখপানে, রোষে দহে গাত্র,
পুনঃ বলে 'শিব,' 'শিব' কোপ সম্বরিয়া।

(৯)

শিবনাম বার বার শিবহীন যজ্ঞে,
নন্দী প্রতি জ্বলে দক্ষ ইন্ধন সমান,
শুনা'য়ে হৃদয় ব্যথা সমিতি মনোজ্ঞে,
হরিতে শিবের মান হানে বাক্য বাণ ঃ—
বল্‌রে বর্ব্বর কেন 'শিব' 'শিব' বোল" ?
বর্ব্বর কি বিপ্র তুই জানিনা বিশেষ,
অনাদৃত স্থানে কেন এত উতরোল,
'শিব' 'শিব' শিব' বলি' দিস্ মনোক্লেশ।"

ইন্ধন—জ্বালানি কাঠ।

(১০)

"ছিলি দধীচির শিষ্য, ছাড়ি' বেদ-মত,
হ'লি তন্ত্র-উপাসক, হ'লি কাপালিক,
বেদ মূল তরু, তন্ত্র শাখা বলি' খ্যাত,
মূল ছাড়ি' শাখা নিলি, ধিক্ তোরে ধিক্।
বেদ-বিহিত যজ্ঞের পঞ্চ* অবয়ব,
তন্ত্র-প্রথা ভূত-যজ্ঞ এক অঙ্গ তার,
মাত্র ভূত-যজ্ঞে মত্ত তোর গুরু শিব
অন্যবিধ যজ্ঞ-ক্রিয়া করি' পরিহার।"

(১১)

"নহে দেব, নহে নর, ন পিতা, ন মাতা,
দৈব-যজ্ঞে, পিতৃ-যজ্ঞে না রাখে কদর,
ভূত-আদিভূত, জন্ম না দেখেছে ধাতা,
শ্মশানে বেড়ায় নেচে পর্ব্বত-বর্ব্বর।
বংশজ কি স্বভাবজ মীমাংসা-অতীত,
ব্রহ্মার রাখিতে মান দিনু কন্যা তারে,
পরিণামে পাইলাম দুঃখ অভাবিত,
মনোব্যথা শুনে কেবা, জানাই বা কারে?"

পঞ্চযজ্ঞ—(১)ব্রহ্ম-যজ্ঞ (বেদাধ্যয়ন) (২) নৃ-যজ্ঞ (অতিথি-সৎকার) (৩) দৈব-যজ্ঞ (হোমকার্য্য) (৪) পিতৃ-যজ্ঞ (শ্রাদ্ধ-তর্পন) (৫) ভূত-যজ্ঞ (বলিদান)
আদিভূত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ এই পঞ্চভূতের আদি।

(১২)

"দেখ, দেখ, বন্ধুগণ, সতী-বেশ-ভূষা,
কর অনুমান মোর জামাতা-চরিত,
গিরি-বাসে গিরিবাসা সতী রুক্ষ-কেশা
নাহি গৃহে বস্ত্র এক লোক-সমাদৃত।
সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠবা কন্যা, দেবতা-দুর্লভ,
পড়িল ভাঙ্গড়-করে, ভাগ্য-বিড়ম্বনা,
শিঙ্গা, সিদ্ধি, ভিক্ষা-ঝুলি সম্বল বৃষভ,
দিয়েছি ভিখারী-করে সোণার প্রতিমা।"

(১৩)

"কোচনী পাড়ায় ভ্রমে, অতি কদাচারী,
ধুতুরা মাদক-সেবী, ঘোর তামসিক,
নাহি চাহে কারো পানে যেন ব্রতধারী,
গুরুজনে তুচ্ছ জ্ঞান এতই দাম্ভিক।
নামে ত্রিলোচন, সেটা মর্কট লোচন,*
মাখে ভস্ম সর্ব্ব অঙ্গে সন্ন্যাসীর ভানে,
ঘুরে ফিরে সর্ব্ব স্থানে লভিতে অদন,
পাঠায়েছে পত্নী তাই বিনা নিমন্ত্রণে।"

গিরিবাসা—গৈরিক বস্ত্র পরিহিতা। অদন—খাদ্য।

*শ্রীমদ্ভাগবত—৪র্থ স্কন্ধ ২য় অধ্যায় শ্লোক ১২।
গৃহীত্বা মৃগশাবকাক্ষ্যাঃ পাণিং মর্কটলোচনঃ। প্রত্যুত্থানাভিবাদার্হে বাচাপ্যকৃত নোচিতম্‌॥

(১৪)

এমতে নিন্দায় মাতি' ঘটে স্মৃতিভ্রম,
নিন্দা-বাক্য সহ দেয় শিব-নামে স্তুতি,
বায়ুতে কৈলাস-পথে চলে যজ্ঞ-ধুম,
না পায় ইন্দ্রাদি দেব বিহিত আহুতি।
উচ্চহাস হাসে নন্দী দেখি' ধূম-গতি,
দ্বিগুণ ক্রোধেতে জ্বলে দক্ষের হৃদয়,
বলে—'দেব-যজ্ঞে এবে হইয়াছি ব্রতী,
*কাপালিক মুখ নাহি দেখি এ সময়।'

(১৫)

'শিব' 'শিব' বলি নন্দী আচ্ছাদি' শ্রবণ,
রোষ কষায়িত নেত্রে চাহে দক্ষ পানে,
মনে মনে ইষ্টদেবে করিয়া স্মরণ
সম্বোধি' তোমায় বলে প্রাণের দহনে—
"তোমার জনক, মা'গো, তোমারই ভাল,
অস্থি-মাংস-ঋণে ঋণী, কি দিবে উত্তর,
আশ্রম ত্যজিয়া যত বাধালে জঞ্জাল,
দিতেছে, সেবক তব, যোগ্য সদুত্তর।

* কালিকা পুরাণ—১৭ অঃ শ্লোঃ ১৩।
দক্ষোক্তি—শম্ভুঃ কাপালীতি জায়া তৎ সংসর্গাদ্বিগর্হিতা

(১৬)

"কুক্ষণে প্রজাপতির রজনী প্রভাত,
লইব গো প্রতিশোধ শিব-অবজ্ঞার,
নারি নিবারিতে আর ঘাত-প্রতিঘাত,
দিনু অভিশাপ হবে 'ছাগ-মুখ তার'।
পুরোহিত ঋষিকুলে 'শোচ্য দরিদ্রতা'
সভাসীন দেবগণ হবে 'স্বর্গচ্যুত',
থাকিয়া নীরব যারা দেখা'ল ভীরুতা,
সমর্থিল দক্ষ-উক্তি চাটুকার মত।"

(১৭)

"শোনরে গর্ব্বিত দক্ষ, তোরে এবে বলি,
বেদ-প্রথা ভূত-যজ্ঞে পশু-বলিদান,
তন্ত্র-প্রথা ভূত-যজ্ঞে ষড়-রিপু-বলি,
হ'বি যবে অজ-মুণ্ড লভিবি এ জ্ঞান।
হ'বে যবে শিব-সেবী ঋষির তনয়
দারিদ্র্য-পীড়ন হ'তে পা'বে পরিত্রাণ,
ল'বে যবে দেবগণ শিবের আশ্রয়,
*কুমার-সহায়ে পা'বে ফিরে স্বর্গস্থান।

কুমার-কার্ত্তিকেয়। (সতীর দেহত্যাগের পর শিব সমাধিস্থ অবস্থায় হিমালয় পর্ব্বতে অবস্থান করেন, ইতিমধ্যে তারকাসুর স্বর্গরাজ্য জয় করিয়া দেবগণকে নানা প্রকারে উৎপীড়িত করে। ব্রহ্মার উপদেশে দেবগণ মদনকে সঙ্গে লইয়া শিবের ধ্যান ভঙ্গ করেন। শিব-কোপানলে মদন ভস্ম হয়। কিন্তু শিব দার-পরিগ্রহে ব্যস্ত হন। তখন দেবী সতী দেহ ত্যাগ করিয়া হিমালয় কন্যা হইয়াছেন এবং তাঁর নাম গৌরী।

(১৮)

ভস্মাবৃত বহ্নি যথা লভি' বায়ু-চাপ,
উগারি' স্ফুলিঙ্গ পরে হয় নির্ব্বাপিত,
দক্ষ, ঋষি, দেবগণে দানি' অভিশাপ*
রোষাগ্নি নন্দীর তথা হ'ল প্রশমিত।
ধীরগতি স্রোতস্বিনী হ'য়ে বাত্যাহত
আলোড়িত করে যথা তার উপকূল,
ভর্ত্তৃ-ভৃত্য-অপমানে হ'য়ে উত্তেজিত
যজ্ঞ-স্থল মথি' তথা করিলে আকুল।

(১৯)

চাহি মাতৃ-মুখ পানে উদ্দেশি' পিতায়,
—কে বুঝে উদ্দেশ্য তব অচিন্ত্য চরিতে—
দেখা'য়ে বিমনাভাব মর্ম্ম-যাতনায়,
অভিমানাকুল-চিত্তে লাগিলে কহিতে :—
"কনিষ্ঠা তনয়া আমি পালিতা যতনে,
পর-হস্তে হ'য়ে ন্যস্তা, পরের ঘরণী
এসেছে নৃ-দেব-সত্রে বিনা আবাহনে,
জঠরাগ্নি নিবারিতে যেন ভিখারিণী"।

হরগৌরী পুনর্ম্মিলনে কার্ত্তিকেয়র জন্ম হয়। কার্ত্তিকেয় যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে দেবগণ তাহাকে দেব-সেনা নাম্নী সুরবালা অর্পণ করেন ও দেবগণের সেনাপতি করিয়া তারকাসুরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তারকদৈত্য কার্ত্তিকেয়র হস্তে নিহত হইলে দেবগণ পুনরায় স্বর্গ রাজ্য প্রাপ্ত হন।

ঘাত-প্রতিঘাত—আহত হইলে তার প্রতিকার চিন্তা।

* শ্রীমদ্ভাগবত—২য় অধ্যায় শ্লোকাংশ ২০

নন্দীশ্বরঃ রোষ কথায় দুঃষিতঃ দক্ষায় শাপ বিসসর্জ্জ দারুণম্
যে চাস্বমোদং স্তদবাচ্যতাং দ্বিজাঃ।

(২০)

"ধন্য স্নেহময়-পিতা, ধন্য ভাব তাঁর,
পরছিদ্রান্বেষী বিশ্ব-নিন্দুকের মত
খুঁজিতে জামাতৃ-দোষ শাস্ত্রের বিচার,
স্মরি যাঁর গুণগ্রাম ত্রিলোক মোহিত !
জায়া অর্দ্ধ-কায়া, যুক্তি সকল শাস্ত্রের,
নহে পিতা পূজনীয় পতির সমান,
উৎপাটে রসনা সাধ্বী পতি-নিন্দুকের,
থাকিলে সামর্থ কিংবা ত্যজে নিজ প্রাণ।"

(২১)

"জামাতার নিন্দা, স্বীয় কৃতিত্ব-বিকাশে,
কন্যা প্রতি পরভাব স্নেহের অভাবে,
কেমনে দেখাব মুখ পতির সকাশে,
'প্রিয়ে, দক্ষ-সুতে' বলি' সম্ভাষিবে যবে।
ভুলেছে মমতা পিতা, আমি ভুলিলাম,
তজ্জাত নশ্বর দেহ ত্যজিব এখনি,
—রাখিতে পতির মান সতী দিল প্রাণ—
রহিবে ভারতে এই অপূর্ব্ব কাহিনী।"

শ্রীমদ্ভাগবত—৪র্থ অধ্যায় শ্লোক ১৭।১৮।

ছিন্দাৎ প্রসহ্যারুষতী মসতাং প্রভুশ্চেৎ জিহ্বানসূনপিততো বিসৃজেৎ সধর্ম্মঃ।
অতস্তবোৎপন্নমিদং কলেবরং ন ধারয়িষ্যে শিতিকণ্ঠগর্হিনঃ।

(২২)

বিষণ্ণ বদনে ক্রমে পিতৃ সম্মুখীন,
প্রাণ-বায়ু অপ্রাণেতে করি' নিয়োজিত,
ঊর্দ্ধ দৃষ্টি আঁখি তিন ক্রমে জ্যোতিহীন,
উন্মুলিত দ্রুম মত ভূমে নিপতিত।
বিকম্পিত যজ্ঞ-ভূমি পতন-ভারেতে,
কাঁপিল সমগ্র-ধরা, যথা ভূ-কম্পনে,
উদ্বেল অলকনন্দা দু-কূল ভাসাতে,
তথাপি অটল দক্ষ দুগ্র্হ না মানে।

(২৩)

উত্তেজনা ভরে কহে অভ্যাগত প্রতি ঃ—
'যজ্ঞ-কার্য্যে বাধা-বিঘ্ন ঘটায় প্রমাদ,
অকস্মাৎ বিপত্তি ঘোর আনিল নিয়তি,
না হ'লে অতিথি-সেবা র'বে অপবাদ'।
শাপে, শোকে, ঋষি, দেব সবে মর্ম্মাহত,
পড়িল নিমন্ত্রিতগণ উভয় সঙ্কটে,
না পারে ত্যজিতে স্থান, দিতে অভিমত,
দেখিতে চরম ফল রহিল দাপটে।

অপ্রাণেতে—মৃত্যুতে। দ্রুম—বৃক্ষ। উদ্বেল—স্ফীত।

(২৪)

আগত নিকটে মাতা অশ্রুপূর্ণ আঁখি
'ওমা সতি,' 'ওমা সতি' ডাকে বার বার,
পিঞ্জর রহেছে পড়ি' পলায়েছে পাখী,
কাতর কণ্ঠের আর কে দিবে উত্তর।
শিরে ঘন করাঘাত, শোকেতে বিহ্বল,
'হায় কি হ'ল গো' বলি' তখনি মূর্চ্ছিত
পিতাভয়ে ভগ্নীগণ, নির্ব্বাক্ নিশ্চল,
চাহিয়া রহিল সবে যেন চিত্রার্পিত।

(২৫)

'মা' 'মা' বলি' কাঁদে নন্দী নিদারুণ শোকে,
রোষে-ক্ষোভে অবশেষে উঠিল গর্জ্জিয়া,
"দ্যাখরে পাষাণ দক্ষ, দ্যাখরে সম্মুখে,
ঘটালি কি সর্ব্বনাশ গর্ব্বেতে মাতিয়া ;
কি আর বলিব তোরে নাহিক আদেশ
নতুবা দিতাম তোরে শিক্ষা অভিরাম,
ধরিতাম বজ্র-দন্তে তোর কণ্ঠদেশ"
এতবলি' শূন্য-পথে ধায় শিব-ধাম।

(২৬)

সঙ্গে সঙ্গে নভো মার্গে হইল উদয়,
ঘুরে ফিরে বৃত্তাকারে পুরী কনখল,
শকুনি-গৃধিনীরূপে পিশাচিনীদ্বয়
জানাতে কর্কশ রবে আরো অমঙ্গল।
সন্নিহিত হিমগিরি করে প্রতিধ্বনি
তাদের বিকট রব চূড়ায় চূড়ায়,
উত্তরাভিমুখে ধ্বনি ছুটিল তখনি,
নন্দীর অগ্রেতে পৌঁছে কৈলাস-শিখায়

(১)

ভুলি' তপ-জপ হেথা কৈলাসে যোগেশ,
ভাবিছে ভাবনা তব উদ্‌ভ্রান্ত মনে,
গৃহ-দেবী গৃহ ছাড়া অশান্তি অশেষ,
রাখিয়াছে ত্রিনয়ন হিমালয় পানে।
সহসা নয়ন বাম নাচে অবিরাম,
অশুভ বিহগ-রব পশিল শ্রবণে,
ভয়াবহ দুশ্চিন্তায় আকুলিত প্রাণ,
ঘটেছে কি দুর্ঘটনা দক্ষের ভবনে !

(২)

ভাবিতে একাগ্রচিত্তে তন্দ্রা-অভিভূত,
স্বপ্নাবেশে দেখে তোমা শায়িত ধরায়,
কাঁদিছে ললনা যত শোকে অভিপ্লুত,
দানিতে বারতা নন্দী আসিছে হেথায়।
কলেবর স্বেদযুক্ত, নেত্র উন্মিলিত,
আতঙ্কে শিহরে অঙ্গ, হেরে আশ পাশ,
দেখিল অদূরে নন্দী আসে ত্বরান্বিত,
রুদ্ধ কণ্ঠে 'মা' 'মা' রবে ছাড়ি' দীর্ঘশ্বাস্।

(৩)

সেবক রোরুদ্যমান নমিল চরণে,
বৃত্তান্ত আমূল বলে, কম্পিত অধর,
পেয়ে ব্যথা নিদারুণ দক্ষ-বাক্য-বাণে,
'মা নাই ধরায় আর, গেছে লোকান্তর'।
অমনি ধমনী-রক্ত মস্তকে উত্থিত
"কি কহিলি ! সতী মোরে গেছে ছেড়ে" বলি'
উপাড়িয়া জটা এক আজানু লম্বিত
শিলা-বক্ষে ফেলে শিব দিয়া করতালি।

(৪)

শিলা ভেদি' দৈত্য এক তখনি বাহির,
মেঘবর্ণ অতিকায় নামে বীরভদ্র,
রক্ত-আঁখি, বক্র-গ্রীব, ক্রোধেতে অধীর,
কাল-ভুজঙ্গম সম গর্জ্জে নাসারন্ধ্র।
রুদ্র-পদে পাতি' শির জিজ্ঞাসিল বীর
'যুগান্তর কাল এবে নহেত আগত,
নাশিব কি অকালেতে জীব পৃথিবীর ?
বল, বল, বিভো, শম্ভো! কার্য্য অভিপ্রেত।'

(৫)

জলদ-গম্ভীর-স্বরে বলে ত্রিপুরারি ঃ—
'ধররে ত্রিশূল মোর দৈত্য মহামানি,
ধররে তৎসহ মোর তেজ ধ্বংসকারী,
ভুত-বাহিনীর মোর হওরে অগ্রণী।*
ত্যজ শোক, প্রিয় নন্দি, ডাক মণিমানে,
সাজায়ে বাহিনী যাও পুনঃ দক্ষ-পুরে,
কর পণ্ড যজ্ঞ-ক্রিয়া দ্রুত অভিযানে,
দাও শাস্তি সমুচিত গর্ব্বী দুরাচারে'।

---

*শ্রীমদ্ভাগবতম্—৫ম অধ্যায় শ্লোক ২।৩।
জটাং উৎকৃত্য রুদ্রগম্ভীরনাদো বিসসর্জ্জ তাং ভুবি ইতি—
দক্ষং সযজ্ঞং জহি মদ্ভটানাং। ত্বমগ্রণী রুদ্রভটাংশকো মে॥
অগ্রণী—সেনাপতি। অভিযান—যুদ্ধযাত্রা।

(৬)

যথাদিষ্ট রুদ্র-সেনা সাজিল অচিরে,
প্রমথ, পিশাচ, প্রেত, গুহ্যক নিচয়,
বীরভদ্রে অগ্রে করি' ঘূর্ণি-বায়ু-ভরে
কনখল-প্রান্তে পৌঁছে গোধূলি সময়।
ঝঞ্ঝাবাত সহ ভাঙ্গে পাদপ, কুটীর,
অত্যাচারে প্রজাগণে করে নিপীড়ন,
পলায় গৃহস্থগণ ভয়েতে অস্থির,
লভিতে আশ্রয় ছুটে নৃপতি-সদন।

(৭)

হোম-স্থানে মত-দ্বিধা যজ্ঞ-ক্রিয়া ল'য়ে,
ঋত্বিক ভৃগুর মত, 'অগ্রে যজ্ঞাহুতি',
'শবের ব্যবস্থা অগ্রে' ঋষিগণ কহে,
কেহ বলে 'শিব বিনা কে করিবে গতি।'
নির্বাক বিধাতা বিষ্ণু, বিভ্রাট দুস্তর,
পরস্পর মুখপানে করে নিরীক্ষণ,
ভাবে এ শোক-সংবাদে কি করে শঙ্কর,
সম্ভব শাসিতে দক্ষে আসিবে স্বয়ম্।

গতি—অন্তক্রিয়া, মৃত-সৎকার।

(৮)

গণ্ডগোলে গেল দিন, নিশা সমাগত,
যজ্ঞাসনে রহে দক্ষ আত্ম-অভিমানে,
ইন্দ্রাদি অমরগণ প্রস্থান-উদ্যত,
লভিতে আদেশ চাহে ব্রহ্মা-বিষ্ণু পানে।
তদবস্থ যজ্ঞস্থানে আসে সমাচার—
"রুদ্র-অনীকিনী করে পুরী আক্রমণ,
নন্দী সহ আসে এক দৈত্য দীর্ঘাকার,
'মার্', 'মার্' শব্দ মুখে হুঙ্কার ভীষণ।"

(৯)

"সাজ রণে সুরগণ, দেবরাজ জিষ্ণু!
অতিথি সেবকে রক্ষা সর্ব্বথা বিধেয়,
দক্ষের অতিথি মোরা আজ" 'বলি' বিষ্ণু
ঘুরাইল সুদর্শন আয়ুধ অজেয়।
নিজ নিজ রথে উঠি' ল'য়ে ধনুর্ব্বাণ,
সংগ্রামে দেবতা সব সাজে স্ফীত-বক্ষে,
অবরোধে পুরীদ্বার নন্দী, মণিমান,
*একলম্ফে বীরভদ্র বিষ্ণুর সমক্ষে।

---

* কালিকা পুরাণ—১৭ অধ্যায় শ্লোক ৪১।
বিকুর্ব্বন্তম্ মহাযজ্ঞং বীরভদ্রং সমীক্ষ্য বৈ। বারয়ামাস বৈকুণ্ঠঃ সর্ব্বদেবগণাবৃতঃ

(১০)

বাধিল তুমুল যুদ্ধ প্রমথ-অমরে,
স্বর্গরাজ্য তরে যথা দেবতা-দানবে,
দাড়াইল সুর-সেনা পুরী রক্ষিবারে,
রুদ্র-সেনা অগ্রসর জিনিতে আহবে।
দেবগণ অনর্গল করে বাণ-বৃষ্টি,
প্রস্তর বৃক্ষাদি আনি' ভূতেরা প্রহারে,
তামসীর অন্ধকারে নাহি চলে দৃষ্টি,
দেবগণ লক্ষ-ভ্রষ্ট পড়িল ফাঁপরে।

(১১)

নারিল সহিতে আর বিপক্ষের টান,
*পরাভূত, অভিদ্রুত ভঙ্গ দিয়া রণে ;
প্রবেশিল পুরীমাঝে নন্দী, মণিমান,
ধাবমান হোমস্থানে দক্ষ-অন্বেষণে।
বীরভদ্র যুদ্ধে মত্ত বিষ্ণুর সহিত,
রোধিল চক্রের গতি আঘাতি' ত্রিশূল
দৈত্যরণে চক্রধারী প্রায় পরাজিত,
পলাইল ঋষিগণ ত্যজি যজ্ঞস্থল।

শ্রীমদ্ভাগবতম্—ষষ্ঠ অধ্যায় শ্লোক ১।
*অথ দেবগণাঃ সর্ব্বেরুদ্রানীকৈঃ পরাজিতাঃ। ইতি—

(১২)

ভৃগুকে বাঁধিল নন্দী, দক্ষে মণিমান,
আগুয়ান বীরভদ্র বিষ্ণুকে ত্যজিয়া,
ছেদিল দক্ষের শির লইয়া কৃপাণ,
নিক্ষেপিল অগ্নি-কুণ্ডে পদেতে দলিয়া
দক্ষেরে বিনাশি' দৈত্য ছাড়িল হুঙ্কার,
রণজয়ী রুদ্র-সেনা গর্জ্জিল উল্লাসে,
ভাবে ভৃগু এইবার পালা বুঝি তার,
পশু-সম অপমৃত্যু, কাঁপিল তরাসে।

(১৩)

শিব-বরে বলীয়ান যথা বৃত্রাসুর
যুঝিল মহেন্দ্র সনে বিপুল বিক্রমে,
রুদ্রতেজে তেজীয়ান তথা দৈত্য শূর
নির্ভীক অন্তরে যুঝে পুনঃ বিষ্ণু সনে
বিষ্ণু অধোমুখ হেরি' দক্ষের দুর্গতি,
হেঁট মুণ্ডে করে যুদ্ধ, বহে ঘন শ্বাস,
অবস্থা বুঝিয়া ব্রহ্মা বিচক্ষণ অতি
রুদ্র প্রবোধিতে দ্রুত ধাইল কৈলাস।

(১৪)

উত্তম সুযোগ বুঝি' মল-মূত্র-ক্ষেপে
ভূত, প্রেত হোম-স্থান করে কলুষিত,
শাকিনী-ডাকিনী দুই গৃধিনীর রূপে
অসঙ্কোচে করে পান দক্ষের শোণিত।
পক্ষ মেলি' করে নৃত্য ভূত-প্রেত সহ,
ডানা গুটাইয়া কভু আলাপেতে রত,
যোগ্য প্রণয়িণী পেয়ে প্রীতি-অপ্রমেয়,
ভূতগণ হুম্ হুম্, বিবাহে উদ্যত।

(১৫)

ভৃগুকে পিশাচগণ করে নিপীড়িত,
উপাড়িয়া দীর্ঘ শ্মশ্রু দেয় মুখ-ফেনা,
বলে—'লও শ্রম ফল, যজ্ঞ-পুরোহিত,
শিবহীন আহবের যাজক-দক্ষিণা।
পিশাচ-লাঞ্ছনা হ'তে পাইতে নিস্তার,
হরিনাম ছাড়ি' মুনি লয় শিব-নাম,
নন্দী বলে—এবে ভৃগু* করহ বিচার
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব মধ্যে কার উচ্চ স্থান।

আহবের—যজ্ঞের। * কথিত আছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে জানিবার জন্য ভৃগু তিনজনের কাছেই যান। ব্রহ্মা ও শিবের কাছে গিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করেন না, তাহাতে তাঁহারা ভৃগুকে তিরস্কার করিয়া তাড়াইয়া দেন। বিষ্ণুর কাছে যখন যান তখন বিষ্ণু নিদ্রিত ছিলেন। ভৃগু বিষ্ণুকে জাগাইবার জন্য তাঁহার বক্ষে লাথি মারেন। বিষ্ণু ক্রোধ করা দূরে থাকুক, ভৃগুর পায়ে ব্যথা লাগিয়াছে ভাবিয়া তাঁর পদসেবা করেন। তাহাতেই বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ হয় এবং তিনিই ব্রাহ্মণের এক মাত্র উপাস্য দেবতা বলিয়া পরিগণিত হন।

(১)
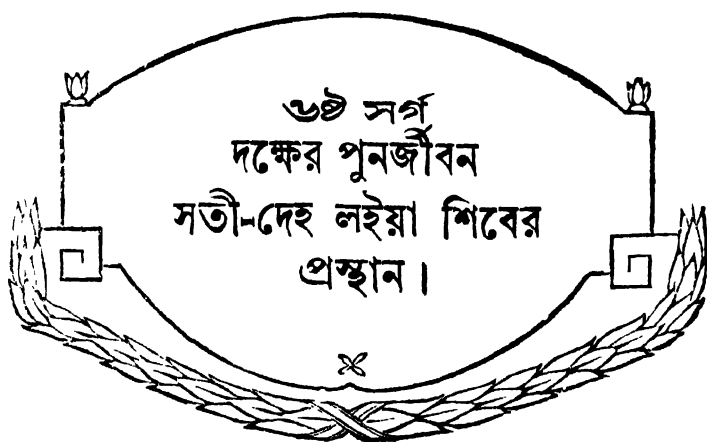
সর্ব্ব দেব-আগমনে দক্ষ আস্ফালিত,
নন্দী-মুখে মহেশ্বর অবগত সব,
শাসিতে অমরগণে আসিছে ত্বরিত,
যোদ্ধৃবেশে ধরি' ধনু ভীম অজগব।
ব্রহ্মা সনে পথে দেখা, শুনে সমাচার,
দেব-পরাভব সহ দক্ষের নিধন,
*ব্রহ্মার সান্ত্বনা-বাক্যে ফেলি' ধনুঃশর,
শান্ত মূর্ত্তি ধরি' আসে দক্ষ-নিকেতন।

---

* শ্রীমদ্ভাগবতম্-৪র্থ স্কন্ধ ৬ষ্ঠ অধ্যায় শ্লোক-৪২।

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

জানে ত্বামীঃ বিশ্বসজগতো যোনী বীজয়োঃ। শক্তেঃ শিবস্য চ পরঃ যৎ তদ্ ব্রহ্মনিরন্তরম্॥

তাৎপর্য;—ব্রহ্মা শিবকে ব্রহ্ম বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন।

(২)

ভৃগু মুনিবরে হেরি' কয়েদীর বেশে,
রাখিতে শাস্ত্রীর মান, ব্রাহ্মণ-সম্মান,
বারিল পিশাচগণে অঙ্গুলি-আদেশে,
স্বহস্তে করিল পরে পাশ-বিমোচন।
ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট, রুদ্রের প্রকৃতি,
সুবিদিত দৈত্য-কুলে, জ্ঞাত বীরভদ্র,
রণ-ক্লান্ত গোলোকেশে দিল অব্যাহতি,
শিব-করে অর্পি' শূল, লভে জয়-পুণ্ড্র।

(৩)

শিবাগমে প্রসূতির সঞ্চারিল জ্ঞান,
ধরা-শয্যা ত্যজি' করে শিবের বন্দনা,
জীবনে মরণ ভাবি' পতিহীনা প্রাণ,
পতির জীবন-দান করিল প্রার্থনা।
বামা প্রতি বামদেব নহে কভু বাম,
স্তবে তুষ্ট, হৃষ্ট-মনে প্রদানিল বর,
কবন্ধ দক্ষের দেহে আসে পঞ্চ-প্রাণ,
উদ্দেশে প্রণমে দেবে যুড়ি' দুই কর।

পঞ্চপ্রাণ—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান, শরীরস্থ এই পঞ্চ বায়ু।

(৪)

পরে হস্ত-সঞ্চালনে জানায় বাসনা,
লভিয়া উত্তম-অঙ্গ দেখে বসুমতী,
পরম দয়াল শিব পূরাতে কামনা,
আদেশিল ছিন্ন মুণ্ড আনিতে ঝটিতি।
ছিন্ন শির ভস্মীভূত অনল-শিখায়,
জানে মাত্র বীরভদ্র অন্যে নহে জ্ঞাত,
কোন এক জীব-শির মিলন আশায়
সবনীয় খড়্গ হাতে হ'ল বহির্গত।

(৫)

মধ্য-রাত্রি, প্রাণী মাত্রে আবাসে যে যার,
দেখে, হবনীয়-পশু গো-তীর্থে আগত,
আনি' ছাগে যুপ-কাঠে ছেদি' মুণ্ড তার
দক্ষ-স্কন্ধে বীরভদ্র করে সংযোজিত।
সমাপিয়া শেষ কাজ লইল বিদায়,
প্রবেশে পাতালপুরে ভেদি' ক্ষিতি-বক্ষ,
গেল নন্দী, মণিমান গুহ্যক-আলয়,
তৎসহ যতেক ছিল ভূত, প্রেত, যক্ষ।

হবনীয়—যজ্ঞে-বধ্য। উত্তম অঙ্গ—মস্তক। গোতীর্থ—গোচারণ ভূমি। সবনীয় খড়্গ—যে খড়্গাদ্বারা পশুবলি হয়। গুহ্যক আলয়—কৈলাস পর্ব্বত। যুপকাঠ—হাড়িকাট।

(৬)

ফলিল নন্দীর শাপ, ছাগ-মুখ দক্ষ
শিবের বন্দনা তরে করে আকিঞ্চন,
উচ্চারিতে মনোকথা রসনা অশক্য,
বিকৃত ম্যা'রব মাত্র হয় নিঃসরণ।
অজ-ভাষী পতি সহ আলাপন বৃথা,
লজ্জা-অবনত-মুখে প্রসূতি জানায়,
পুনরায় যাচে বর দানিতে বাগ্মিতা,
দক্ষের স্ফুরয়ে বাক্ বর-মহিমায়।

(৭)

নিবেদে তখন শিবে দক্ষ প্রজাপতি ঃ—
"নিন্দি' তোমা, পশুপতে, পশু-মুখ এবে,
সুতীব্র শাসন-দণ্ডে নাশিলে দুর্ম্মতি,
নহি আর পশুমতি 'অহম্' গরবে।
ঘুচেছে লোচন আঁধার, চিনেছি তোমায়—
দুষ্ট-শাস্তা, শিষ্ট-প্রিয়, ত্রিলোক-শাসক,
দেহ-কান্তি রোপ্য-জ্যোতিঃ জ্ঞান প্রতিভায়
মোহ-নিশা-অন্ধকারে দানিতে আলোক।

মোহনিশা—সংসার-মায়া, যাহার দ্বারা ভগবৎ জ্ঞান বিলুপ্ত হয়।

(৮)

'বহ শিরে জটাভার ত্রিলোকের চিন্তা,
বিরাজিত সর্ব্বভূতে তুমি ভূতেশ্বর,
সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল-দাতা, কর্ম্মের নিয়ন্তা,
সর্ব্ব-মঙ্গল-কারণ, শিব সর্ব্বেশ্বর।
একাধারে বিষ্ণু তুমি, অন্যাধারে হর,
নাহি আর ভেদবুদ্ধি* লহ মখ-ভাগ,
বিষ্ণুসনে একাসনে হও যজ্ঞেশ্বর,
বাঁচাও সতীরে তব, পুনঃ করি যাগ।'

(৯)

তখনি আকাশ-বাণী 'কভু না সম্ভব',
"হিমালয়-ক্ষেত্রে সতী লভিছে জনম,"
অমনি তুলিয়া স্কন্ধে ভূ-পতিত শব,
করে শিব গাল-বাদ্য, রব—ব্যোম্, ব্যোম্,
মৃত দেহ ল'য়ে ছুটে হিমাদ্রি শিখর*
ঘুরায় ফিরায় শবে নিরখে বদন,
শোক-নীর নয়নেতে বহে ঝর্ ঝর্,
হিম-সিক্ত তরু সম নীরবে রোদন।

কালিকাপুরাণ ১৭।১৮ অঃ শ্লোকাংশ ৫৫।১।৩০।
বহু বিধ গুণ বৃন্দং চিন্তয়ঞ্ছূলপাণি—বিললাপাতি দুঃখার্ত্তো মনুজঃ প্রাকৃতো যথা।
শ্লো-৩০। সপর্ব্বতোঽপিতান্ বাষ্পান্ ন ধর্ত্তুং ক্ষম ঈশিতুঃ।
তে বাষ্পা পর্ব্বতং ভিত্ত্বাবিবিশুস্তোয়সাগরম্॥
মখ-ভাগ—যজ্ঞাংশ। , ভেদবুদ্ধি (শ্রীমদ্ভাগবম্ ৪র্থ স্কন্ধ ৭ম অধ্যায় শ্লোকাংশ ৫২)
ব্রহ্মরুদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপশ্যতি।

৭ম সর্গ

বিষ্ণুচক্রে সতীর দেহচ্ছেদ, পীঠস্থানের উৎপত্তি।

(১)
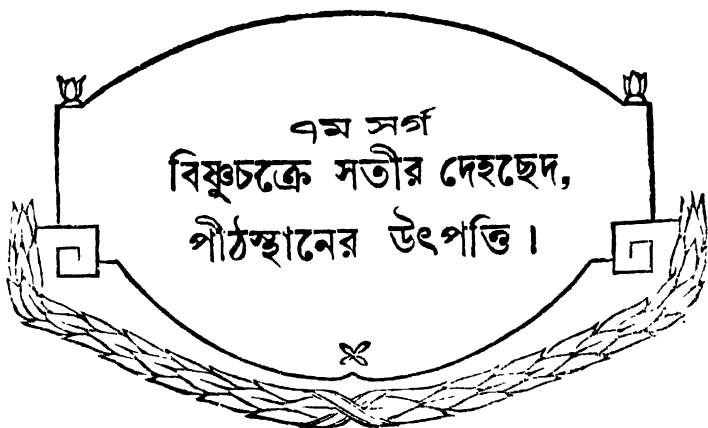
নাভি-স্থলে বিন্ধি' *শূল আরোহি' চূড়ায়,
উন্মাদ-নর্ত্তন সহ উত্তোলি' ত্রিশূল,
ব্যোম্ ব্যোম্ রবে শবে শূন্যেতে ঘুরায়,
ভৈরব-তাণ্ডব-ভারে পৃথিবী আকুল।
সৃষ্টি-নাশ-ভয়ে ব্রহ্মা ব্যাকুল-অন্তর,
বিষ্ণুকে ডাকিয়া কহে রক্ষা-প্রকরণ,
দ্রুত গতি ধায় বিষ্ণু পর্ব্বত-কন্দর,
অন্তরালে রহি' তুলে উর্দ্ধে সুদর্শন।

---

* শ্রীমদ্ভাগবম্—৪র্থ স্কন্ধ ৭ম অধ্যায় ৫৮ শ্লোক।

এবং দাক্ষায়ণী হিত্বা সতী পূর্ব্ব কলেবরম্। জজ্ঞে হিমবতাক্ষেত্রে মেনায়ামিতি শুশ্রম্।

নারদ পঞ্চ রাত্র ৩য় রাত্রে ৩য় অধ্যায়—

ব্রহ্মোবাচ—দক্ষগেহে সমুদ্ভূতা যা সতী লোক-বিশ্রুতা।
কুপিত্বা দক্ষরাজর্ষিং সতীত্যক্ত্বা কলেবরম্॥
অনুগৃহ্য চ মনায়াং জাতাতস্মাত্তু সা তদা।
কালী নাম্নেতি বিখ্যাতা সর্ব্বশাস্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥

(২)

শূল'পর ঘূরে শব নাহিক বিরতি,
বিষ্ণু-চক্র ঘুরে পাশে শব-অবচ্ছেদে,*
স্থাপিতে মহীতে যেন সতী-লীলা স্মৃতি,
*শবের একান্ন অংশ পড়িল ভারতে।
পড়িল শবাঙ্গ যথা, ধন্য সেই স্থান,
পীঠস্থানে পরিণত, ঘোষিছে মাহাত্ম্য,
মুখ্য-পীঠ, উপ-পীঠ, সিদ্ধ-পীঠ নাম,
ত্রিতাপ নাশিতে পীঠ ত্রিভাগে বিভক্ত।

(৩)

সমাপ্ত অভীষ্ট লীলা, পুনঃ দৈব বাণী ঃ—
'গৌরী, উমা নামে হব শৈলেন্দ্র কুমারী,
বয়স অষ্টম বর্ষে হ'য়ে তপস্বিনী
পালিব কঠোর ব্রত এই শৃঙ্গোপরি ;
আবার শঙ্কর সহ হইব মিলিত,‡
মম-সনে এই চূড়া হইয়া উৎসর্গ
"গৌরী-শঙ্কর আখ্যায় হবে অভিহিত,"
ভূতলে অতুল কীর্ত্তি ভারতে ভূ-স্বর্গ।

---

* কালিকা পুরাণ ১৮ অধ্যায় শ্লোক—

প্রবিশ্যাথ শবং দেবাঃ খণ্ডশস্তে সতী শবম্। ভূতলে পাতয়ামাসুঃ স্থানে স্থানে বিশেষতঃ ।।

প্রাণতোষীণীতন্ত্র—কামরূপ মাহাত্ম্যে' দেব্যুবাচ—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পাতেন বিষ্ণুচক্রক্ষতেন চ।

কালিকা পুরাণ ৬ষ্ঠ অধ্যায় শ্লোক ৭।

‡ দেব্যুবাচ—প্রতিসর্গাদিমধ্যং তমহং শম্ভূ নিরাকুলং ।

স্ত্রীরূপেণানুযাস্যামি বিশেষেনান্যতো বিধে ॥

দেবী ব্রহ্মাকে কহিলেন—'আমি প্রতি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে আকুলতাশূন্য মহেশ্বরের রমণীরূপে অনুসরণ করিব।

(১)

বিষ্ণু-চক্রে হ'তে ছিন্না, পরমা বৈষ্ণবী,
বিশ্বমাতা সতীরূপে সাকারা ত্রিগুণে,
ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে হ'য়ে ভিন্ন ভিন্ন দেবী
সমুদ্ভূতা ভূ-ভারতে প্রতিমা-পূজনে।
শূল'পর নাহি শব দেখি' শূলপাণি
শব-অন্বেষণে তবে সাজিল ভৈরব,
শৈল হ'তে কামরূপে নামিল তখনি,
দেখে যোনী পীঠে দেবী কামাখ্যা-উদ্ভব।

(২)

দেবীমূর্ত্তি তথা রক্ত-পাষাণ-রূপিনী,

সর্ব্বজ্ঞানময়ী দেবী, কাম্য-ফল-প্রদা,

সর্ব্বগুণাতীতা তবু সর্ব্বার্থ-সাধিনী,—

ধ্যানে জানি' শিব তাঁরে সম্বোধিল মাতা।

কহগো জননি, শুনি বিবরণ সব,

*কোন্ অঙ্গে, কোন্ দেবী, কোথা পীঠস্থান ?

§লিঙ্গ-শিলা হ'য়ে তথা হব সমুদ্ভব,

প্রচারিব শক্তি-পূজা বর্ণিয়া আখ্যান।

(৩)

দানিলা উত্তর দেবী কামাখ্যা পাষাণী।১

কৈলাস-ঈশ্বর ! শুন জ্ঞাতব্য বাখানি ॥

হিঙ্গুলায় ব্রহ্মরন্ধ্রে কোট্টবী নিসর্গা।২

কাটোয়ায় মুণ্ড হ'তে দেবী জয়দুর্গা ॥৩

শর্করায় চক্ষুতিনে মহিষ-মর্দ্দিনী।৪

---

* প্রাণতোষণীতন্ত্র—পীঠ নিরূপণ—কামরূপমাহাত্ম্যঞ্চ :—

ঈশ্বর উবাচ—মাতঃ পরাৎপরে দেবি সর্ব্বজ্ঞানময়ীশ্বরি।

কথ্যতাম্ সর্ব্বপীঠং শক্তিৰ্ভৈরব দেবতা

দেব্যুবাচ—ব্রহ্মরন্ধ্রং হিঙ্গুলায়াম্ভৈরবভীমলোচনঃ। ইত্যাদয়ঃ

§ কালিকা পুরাণ—১৮ অধ্যায় ৫৫ শ্লোক—

"হরে লিঙ্গস্বমাপন্নে ব্রহ্মাদয়স্তু দিবৌকসঃ।

তুষ্টবু স্ত্র্যম্বকং তত্র লিঙ্গরূপং জগদ্গুরুম্ ॥

বক্রেশ্বরে ভ্রু-মধ্যাঙ্গে ঐনাম ধারিণী ॥৫
সুগন্ধায় নাসা হ'তে সুনন্দা সুভগা ।৬
কর্ণাটেতে দুইকানে দেবী জয়-দুর্গা ॥৭
জ্বালামুখে জিহ্বা হ'তে অম্বিকা বরদে ।৮
মহাদেবী ঊর্দ্ধওষ্ঠে ভৈরব-পর্ব্বতে ॥৯
অট্টহাসে অধঃ ওষ্ঠে ফুল্লরা হাসিনী ।১০
জনস্থানে চিবুকেতে ভ্রামরী ভাবিনী ॥১১
বাম-গণ্ডে বিশ্বমাতা গোদাবরী-কুলে ।১২
গণ্ডকী-চণ্ডিকা দক্ষ-গণ্ডে নদী-মূলে ॥১৩
শুচিদেশে ঊর্দ্ধদন্তে নারায়ণী দূতী ।১৪
বারাহী সাগর-পঞ্চে অধঃ দন্তপাতি ॥১৫
গ্রীবা হ'তে মহালক্ষ্মী শ্রীহট্টের পাশে ।১৬
নলহাটে নলা-হ'তে কালিকা বিকাশে ॥১৭
দেবী নাম মহামায়া কাশ্মীরে কণ্ঠেতে ।১৮
প্রয়াগেতে হস্তাঙ্গুলে দেবতা ললিতে ॥১৯

একান্ন পীঠস্থানে যে সকল শিব-লিঙ্গ আছে তাহাদের নাম :—
(১) কামরূপে—উমানন্দ (২) হিঙ্গুলায়—ভীমলোচন (৩) কাটোয়ায়—ক্রোধীশ (৪) শর্করায়—ক্রোধীশ (৫) বক্রেশ্বরে—বক্রনাথ (৬) সুগন্ধায়—ত্র্যম্বক (৭) কর্ণাটে—অভিরুক (৮) জ্বালামুখীতে—উন্মত্তভৈরব (৯) ভৈরব পর্ব্বতে—লম্বকর্ণ (১০) অট্টহাসে—বিশ্বেশ (১১) জনস্থানে—বিকৃতাক্ষ (১২) গোদাবরী তীরে—দণ্ডপাণি (১৩) গণ্ডকী নদীতে—

করগ্রন্থি মণিবন্ধে গায়ত্রী ত্র্যক্ষরা ।২০
চট্টলে হস্তার্দ্ধ-দক্ষে ভবানী প্রখরা ॥২১
মানবক্ষেত্রে করার্দ্ধবামে দাক্ষায়ণী ।২২
কুর্পরে মঙ্গল-চণ্ডী, স্থান উজ্জয়িনী ॥২৩
বহুলায় বাহুবামে বহুলা দেবতা ।২৪
যশোরে যশোরেশ্বরী পাণিপদ্মে জাতা ॥২৫
মিথিলায় বাম-স্কন্ধে মহাদেবী স্থূলী ।২৬
কুমারী দক্ষিণ স্কন্ধে, স্থান রত্নাবলী ॥২৭
দক্ষস্তনে রামাচলে শুভদা শিবানী ।২৮
জলন্ধরে বামস্তনে ত্রিপুর-মালিনী ॥২৯
হৃৎপিণ্ডে শ্রীবৈদ্যনাথে জয়দুর্গানাম ।৩০
কন্যাশ্রমে পৃষ্ঠ হ'তে সর্ব্বাণী সুঠাম ॥৩১
কাঞ্চীদেশে কঙ্কালেতে দেবী দেবগর্ভা ।৩২
উদরে প্রভাস তীর্থে নাম চন্দ্রভাগা ॥৩৩
উৎকলেতে নাভী হ'তে বিমলা সিদ্ধিদা ।৩৪

চক্রপাণি (১৪) শুচিদেশে—সংহার (১৫) পঞ্চ-সাগরে—মহারুদ্র (১৬) শ্রীহট্টে—সম্বরানন্দ (১৭) নলহাটিতে—যোগেশ (১৮) কাশ্মীরে—ত্রিসন্ধেশ্বর (১৯) প্রয়াগে—ভব (২০) মণিবন্ধে—সর্ব্বানন্দ (২১) চট্টগ্রামে—চন্দ্রশেখর (২২) মানব ক্ষেত্রে—অমর (২৩) উজ্জয়িনীতে—কাপিলাম্বর (২৪) বহুলায়—ভীরুক (২৪) যশোরে—চণ্ড (২৬) মিথিলায়—মহোদর (২৭) রত্নাবলীতে—শিব (২৮) রামগিরিতে—চণ্ড (২৯) জলন্ধরে—ভীষণ (৩০) বৈদ্যনাথে—বৈদ্যনাথ (৩১) কন্যাশ্রমে--

ক্ষীর-গ্রামে ডানি-পাদ-অঙ্গুষ্ঠে-যোগাদ্যা ॥৩৫
ডানি পাদাঙ্গুলিচারে কালীঘাটে কালী ।৩৬
সাবিত্রী কুরুক্ষেত্রেতে দক্ষিণ গোড়ালি ॥৩৭
বামপদাঙ্গুলি হ'তে বিরাটে অম্বিকে ।৩৮
বামপদ গুল্‌ফে ভীমরূপা বিভাসকে ॥৩৯
ডানিপাদে ত্রিপুরায় ত্রিপুরা সুন্দরী ।৪০
ত্রিস্রোতায় বাম-পাদে দেবতা ভ্রামরী ॥৪১
মহামায়া নেপালেতে জানুদ্বয়পরি ।৪২
মগধে দক্ষিণ জঙ্ঘে সর্ব্বানন্দকরী ॥৪৩
জয়ন্তী জঙ্ঘায়-বামে জয়ন্তীনগরে ।৪৪
নর্ম্মদা নিতম্ব-দক্ষে শোণনদ ধারে ॥৪৫
করতোয়ায় শ্রীশৈলে ডান-বামতল্প ।
তল্পঅর্থ না বুঝিনু দিদিমার গল্প ॥
এই দুই স্থানে দেবী সুনন্দা, অপর্ণা ৪৬।৪৭

নিমিষ (৩২) কাঞ্চীদেশে—রুরু (৩৩) প্রভাসে—বক্রতুণ্ড (৩৪) উৎকলে—জগন্নাথ (৩৫) ক্ষীরগ্রামে—ক্ষীরখণ্ডক (৩৬) কালীঘাটে—নকুলেশ্বর (৩৭) কুরুক্ষেত্রে—অশ্বনাথ (৩৮) বিরাটে—অমৃত (৩৯) বিভাসকে—সর্ব্বানন্দ (৪০) ত্রিপুরায়—ত্রিপুরেশ (৪১: ত্রিস্রোতায়—ঈশ্বর (৪২) নেপালে—কাপালী (৪৩) মগধে—ব্যোমকেশ (৪৪) জয়ন্তীতে—ক্রমদীশ্বর (৪৫) শোননদে—ভদ্রসেন (৪৬) শ্রীশৈলে—নন্দ (৪৭) করোতোয়া তীরে—বামন (৪৮) নন্দীপুরে—নন্দীকেশ্বর (৪৯) সিংহলে—রাক্ষসেশ্বর (৫০) বারাণসীতে—কালভৈরব (৫১) বৃন্দাবনে—ভূতেশ।

নিতম্ব-দক্ষে—দক্ষিণ পাছায়।

নন্দীপুরে কণ্ঠহারে নলিনী সুপর্ণা ॥৪৮
সিংহলে সাগর পারে নূপুরে ইন্দ্রাক্ষী ।৪৯
কুণ্ডলে বারাণসীতে দেবী বিশালাক্ষী ॥৫০
বৃন্দাবনে কেশদামে দেবী নাম উমা ৫১
'উমা' নাম শুনি' শিব হইল উন্মনা ॥
কামরূপ হ'তে যায় ফিরে হিম-গিরি ।
রহে বসি' যোগাসনে হেরিবারে গৌরী ॥

(৪)

শিব-শক্তি তন্ত্র-পূজা ভারত-ভিতর,
করিল বিস্তার পরে শৈব-ঋষিগণ,
বিরচিল শাস্ত্রনানা তন্ত্রে করি' ভর,
ওঁকার-ঝঙ্কারে আজও গাহে দ্বিজগণ ।
যত পুঁথি, তত বিধি, পূজা-প্রকরণে,
নির্দ্দেশে অভীষ্ট লাভে নানা রত্নদান,
তন্ত্র ছাড়া মন্ত্র নাই, কাম্য-ফল-দানে,
অর্চ্চনা বৈষ্ণবী-ভাবে দেহান্তে নির্ব্বাণ ।
ছাগ-মেষ-মহিষাদি জীব বলিদান,
শোণিত লোলুপা দুই পার্শ্ব-সখী তরে,

লোহিতে মাতার তৃপ্তি ভাব যদি মন,
রক্ত-জবা-পদ্ম-দানে পূজ ভক্তিভরে।

স্তুতি।

সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

———

সর্ব্বাণি হৃদয়স্থানি মঙ্গলানি শুভানি চ।
দদাতীপ্সিতানি লোকে তেন সা সর্ব্বমঙ্গলা॥
শোভনানি চ শ্রেষ্ঠানি ভবেঽস্মিন, যা প্রযচ্ছতি।
ভক্তানামার্ত্তিহরণী মঙ্গল্যা তেন সা স্মৃতা॥
শিবামুক্তিঃ সমাখ্যাতা যোগীনাং মুক্তিদায়িনী।
শিবায় যো জপেদ্দেবীং শিবালোকে ততঃ স্মৃতা।
ধর্ম্মাদিং চিন্ত্যমানা যা সর্ব্বলোকেষুযচ্ছতি।
অতো দেবী সমাখ্যাতা সা সর্ব্বার্থ-প্রসাধিনী॥
বিষাগ্নি-ভয়-ঘোরেষু শরণ্য-শরণং যতঃ।
শরণ্যা তেন সা দেবী পুরাণে প্ররিপঠ্যতে॥
সোম-সূর্য্যোঽনল স্ত্রীণি যস্যা নেত্রাণি ভার্গব।
তেন সা ত্র্যম্বকা দেবী মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥

সতী-লীলা

যোগাগ্নিনা তু সা দগ্ধা পুনর্জাতা হিমালয়ে।
পূর্ণ সূর্য্যেন্দু বর্ণাভা হ্যতো গৌরীতি সা স্মৃতা ॥
জলং নারং সমাশ্রিত্য যা লয়ার্ণবশায়িনী।
নারায়ণী ততঃ খ্যাতা পুনর্বিশ্বসিসৃক্ষয়া ॥
সর্ব্বরূপময়ী দেবী সর্ব্বং দেবীময়ং জগৎ।
অতোহং বিশ্বরূপাং তাং নমামি পরমেশ্বরীম্ ॥

পরিশিষ্ট

জন্মিল ভারত-তরে হিমাদ্রি শিখরে।
আদ্যাশক্তি মহামায়া মেনার উদরে॥
বাৎসল্য-প্রেমেতে পিতা শৈলশ্রেষ্ঠ গিরি।
জাতকর্ম্ম-সমাপনে রাখে নাম গৌরী॥
শৈলজা হইয়া মায়া দিনে দিনে বাড়ে।
ক্রমে সপ্তবর্ষ পার, অষ্টমেতে পড়ে॥
পূর্ব্বজন্ম কথা মনে জাগে ধীরে ধীরে।
তাপসী হইয়া জপে অনাদিদেবেরে॥
জননী মেনকা রাণী মনোভাব বুঝি'।
"**উমা**" বলি' নিবারিল দিয়া ফুল-সাজি॥
সেই হ'তে উমা নামে পরিচিত গৌরী।
উমা নামে কত সুধা জানে হিন্দু-নারী॥
দিল ভরি' ডালা মেনা বিল্ব-শতদলে।
শিখাইল পূজা 'নমঃ উমেশায়' ব'লে॥
জননী শিক্ষিত বিদ্যা করিয়া অর্জ্জন।
গড়ে উমা শিব-মূর্ত্তি নিত্য নিরঞ্জন॥
সতী হারা হ'য়ে শিব ছিল হিমাচলে।
হেরিল **উমাকে** শিব থাকি' অন্তরালে॥

'উ' অর্থে—"ভোঃ," বিস্ময়, 'মা' অর্থে—'না'। এই অর্থে 'উমা' শব্দ কালিদাস কৃত কুমার-সম্ভবে ব্যবহৃত হইয়াছে—উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম—। কন্যা গৌরী বালিকা বয়সে তপশ্চরণে নিরতা হইলে মাতা মেনা বিস্মিত হইয়া নিবারণ করেন। এই কারণে গৌরী স্থলে উমা নাম হইল। দ্বিতীয় অর্থ—'উ' শব্দে শিব, 'উ'র মা (শিবের মা-উমা) অর্থাৎ জগতের 'মা'—তিনি কার জন্য তপস্যা করিবেন।

গৃহী-সাধ হৃদে তাঁর পুনঃ উপজিল।
যোগ-বলে দমি' যোগী কিন্তু নিবারিল॥
হেনকালে আসে ইন্দ্র দেবগণ সাথে।
ভাঙ্গিতে শিবের ধ্যান লইয়া মন্মথে॥
মনসিজ-পঞ্চবাণ হানে শিব'পর।
শিবনেত্রাগুণে পুড়ে তার কলেবর॥
সকল অমর তবে পড়ে শিব-পায়।
বলে 'স্বর্গভ্রষ্ট মোরা, কি হ'বে উপায়'॥
'পরাজিত সুর-বল অসুরের রণে।
বসেছে তারকাসুর ইন্দ্রের আসনে'॥
'শচীর দাসীত্ব চাহে দুরন্ত দানব।
কর রক্ষা, সতীনাথ, দেবতা-বান্ধব'॥
'বলিয়াছে বিধি এবে ভাগ্য-লিপি তার।
তোমার কুমার-করে হইবে সংহার'॥
হাসিয়া ধূর্জ্জটি বলে 'নাহি জায়া মোর'।
'কোথা হ'তে বল তবে জন্মিবে কুমার॥
দেবর্ষি অদূরে ছিল বলে ডাক দিয়া।
'উমা নামে আছে কন্যা কর যদি বিয়া'॥
বলিল উত্তরে শিব 'নাহি অসম্মতি।
বিবাহ করিতে পারি পাই যদি '**সতী**'॥
'অষ্টম বর্ষীয়া বালা' কহিল নারদ।
'সতী কি অসতী বুঝ, তন্ত্র-বিশারদ'॥
শুনিয়া শিবের ওষ্ঠে দেখা দিল হাসি।
বলে—'ছাড় পরিহাস, সর্ব্বজ্ঞ দেবর্ষি'॥

চলিল নারদ তবে সাজিয়া ঘটক।
উমা-শিব-পরিণয়ে হইল যোটক॥
ব্রহ্মাদি দেবতা সহ আসিল ঈশান।
আনন্দে গিরীন্দ্র করে গৌরী সম্প্রদান॥*
হিমালয় হ'তে উমা কৈলাসে আসিল।
উমা পেয়ে সতী-শোক শিব পাশরিল॥
কালেতে পাইল দুই গুণবতী সুতা।
বিদ্যা-অর্থ-প্রদা, নাম সারদা-বরদা॥
ষড়ানন, গজানন নামে দুই সুত।
পিতৃমুখ উজ্জ্বলিতে সদাই প্রস্তুত॥
একদা সন্তানে ল'য়ে উমা যায় স্নানে।
অসুরের অত্যাচার পশিল শ্রবণে॥
মহিষ আকৃতি ধরি' হুহুঙ্কার ছাড়ি'।
পর্ব্বত বিধ্বস্ত করে খুরেতে বিদারি'॥
শঙ্কর কেশরী রূপে ছিল পথে শু'য়ে।
পৃষ্ঠেতে চাপিল উমা দশভুজা হ'য়ে॥
পুত্র-কন্যা, কেহ তার সঙ্গ না ছাড়িল।
মায়ের পার্শ্বেতে তারা সিংহে আরোহিল॥
গৃহেতে না ফিরে উমা ধায় গিরি-পথে।
নাগপাশে বাঁধে দৈত্যে পথের মাঝেতে॥
মহিষের দেহ হ'তে অসুর নির্গত।
দন্ত কড়মড়ি' ধরে অস্ত্র সুশাণিত॥

---

*প্রাচ্য-নীতি পল্লী-প্রথা ছিল বিদ্যমান। প্রতীচ্য শিক্ষার ফলে এবে তিরোধান॥
'ধ্যান ভাঙতে শিবের—ছি, ছি, নাই লাজ। বলিবে বিরাগে নব্য নাগর-সমাজ॥

সিংহ কামড়া'ল হাত অসুর অস্থির।
উমা মারে বুকে শূল ছুটিল রুধির॥
(মাতা হ'তে যুদ্ধ-বিদ্যা শিখে ষড়ানন।
অসুর-দমনে কোন্ যুদ্ধ প্রয়োজন॥
স্কন্ধে বল পেয়ে স্কন্দ বাঁধিল কোমর।
অসুর শাসিতে তবে ধরিল তোমর॥)
রক্তমাখা হ'য়ে উমা পৌঁছে পিতৃ-গৃহে।
গিরি-মেনা বুঝি' কাণ্ড তুষিল সস্নেহে॥
তিন দিন, তিন রাত থাকে হিমালয়ে।
শিব আসি' পরে যায় কৈলাসেতে ল'য়ে॥
পিতামাতা দুই জনে রাখে নিবেদন।
বৎসরে বৎসরে যেন মিলে দরশন॥
ভারত-শ্যামল ক্ষেত্রে পাকে যবে ধান।
বর্ষা অন্তে শক্তি-পূজা আছয়ে বিধান॥
অকালে দেবতা সব রহেন নিদ্রিত।
একমাত্র আদ্যাশক্তি চির জাগরিত॥
শকতির আদি লীলা মর্ত্তে দাক্ষায়ণী।
শারদীয় দুর্গা-পূজা মহিষ-মর্দ্দিনী॥
শরতে ভারত তাই গায় আগমনী।
'অকৃতী সন্তান ডাকে-উঠগো জননি'।

পল্লীঅঞ্চলে যখন কথকতা প্রচলিত ছিল, পুরাণ পাঠকগণ এইভাবে মহিষাসুর বধ শুনাইয়া সকলকে হাসাইতেন এবং উমার হিমালয়ে আসা বৎসরের আগমনী গান এই মর্ম্মে গীত হইত।